বিআইডিএস পাবলিক লেকচার সিরিজ

বাংলায় মার্কস অধ্যয়ন: শতবর্ষের পর্যালোচনা

আনু মুহাম্মদ

ফেব্রুয়ারি ২০২৩

প্রকাশনায়

বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান (বিআইডিএস)
ই-১৭, আগারগাঁও, শের-ই-বাংলা নগর
জি.পি.ও বক্স নং. ৩৮৫৪, ঢাকা-১২০৭
টেলিফোন: +৮৮০-২-৫৮১৬০৪৩০-৩৭
ফ্যাক্স: +৮৮০-২-৫৮১৬০৪১০
ই-মেইল: publication@bids.org.bd
ওয়েবসাইট: www.bids.org.bd

কপিরাইট © ফেব্রুয়ারি ২০২৩, বিআইডিএস

মূল্য: ৳ ১০০.০০; ইউএস ডলার $5

কভার ডিজাইন ও লে-আউট
মুহাম্মদ আহছান উল্যাহ বাহার

মুদ্রণ: মাতৃভাষা প্রিন্টিং এন্ড প্যাকেজিং
১২৯, ডিআইটি এক্সটেনশন রোড
ফকিরাপুল, ঢাকা-১০০০।

সূচিপত্র

১। ভূমিকা	১
২। ব্রিটিশ ভারত থেকে বাংলাদেশ	২
৩। বাংলায় সাম্যচিন্তা	৩
৪। কমিউনিস্ট পার্টি গঠন	৫
৫। উপনিবেশবিরোধী প্রতিরোধ থেকে মার্কসীয় বিপ্লবী চৈতন্য (১৯২০ ও ১৯৩০ দশক)	৬
৬। বাংলা সাহিত্যে মার্কস (১৯২০ থেকে ১৯৪০ দশক)	১১
৭। সহজভাবে মার্কস বোঝা এবং পুঁজি পাঠ	১৫
৮। ক্যাপিটাল বা পুঁজি অনুবাদ	১৭
৯। বাংলায় মার্কসের লেখার অনুবাদ ও নানাভাষ্য	২১
১০। উপসংহার	২৪
তথ্যসূত্র	২৫

ডক্টর আবদুল গফুর (১৯৩৫-২০০২) অর্থনীতিতে উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ করে এ বিষয়ক বিবিধ গবেষণাকাজে যুক্ত ছিলেন। তাঁর আজীবন গবেষণাকাজের মূল প্রতিষ্ঠান ছিল বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান (বিআইডিএস)। পাকিস্তান আমলে পাকিস্তান ইনস্টিটিউট অব ডেভেলপমেন্ট ইকোনমিকস (পিআইডিই)-এ যোগদান করে অবসর গ্রহণের আগ পর্যন্ত তিনি বিআইডিএসে কর্মরত ছিলেন। তাঁর গবেষণাকাজে সামাজিক দায়বদ্ধতার পরিষ্কার ছাপ আছে। ছাত্রজীবন থেকেই তিনি জনস্বার্থের বিভিন্ন সামাজিক, রাজনৈতিক ও নাগরিক আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত থেকেছেন। গবেষণাকাজের মধ্য দিয়েও জনস্বার্থের বিষয়গুলোই তিনি মানুষের সামনে স্পষ্ট করতে বরাবর সক্রিয় থেকেছেন।

বাংলায় মার্কস অধ্যয়ন: শতবর্ষের পর্যালোচনা*

আনু মুহাম্মদ

১। ভূমিকা

দর্শনের শক্তি ও মানুষের আকাঙ্ক্ষার কারণে কার্ল মার্কস (১৮১৮-১৮৮৩) বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে হাজির হয়েছেন। তবে তাঁর এই উপস্থিতি সবজায়গায় একরূপে হয়নি; বিভিন্ন অঞ্চলের ঐতিহাসিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক অবস্থার কারণে উপস্থিতির ধরন ও গভীরতার মাত্রা নির্ধারিত হয়েছে। 'বাংলায় মার্কস অধ্যয়ন: শতবর্ষের পর্যালোচনা' শীর্ষক বক্তৃতায় আমি দুটো দিক আলোচনায় আনতে চেয়েছি। এক. বাংলা অঞ্চলে মার্কস অধ্যয়ন, দুই. বাংলা ভাষায় মার্কস অধ্যয়ন। মার্কস অধ্যয়ন বলতে বাংলা অঞ্চলে *পুঁজি* পাঠ, এবং/অথবা এর বাংলায় অনুবাদ কিংবা তার সহজ পাঠ হিসেবে বিভিন্ন রচনা এবং মার্কসীয় চিন্তার প্রভাব আমি এই লেখার মূল মনোযোগের বিষয় হিসেবে গণ্য করেছি।

পুরনো ব্রিটিশ ভারত বা বর্তমান ভারত-পাকিস্তান-বাংলাদেশ অঞ্চলে কমিউনিস্ট আন্দোলনের, বিশেষ করে কমিউনিস্ট পার্টি গঠনের, শতবর্ষ পার হচ্ছে। এই পর্যায়ে কমিউনিস্ট আন্দোলনের বিভিন্ন দিক, তার সাফল্য ও ব্যর্থতা, মতাদর্শিক গঠন, প্রস্তুতি ও বিভ্রান্তি সবকিছুরই পর্যালোচনা বিভিন্ন দিক থেকে খুবই প্রয়োজন। বলাই বাহুল্য যে, কমিউনিস্ট আন্দোলনে মার্কসীয় মতাদর্শ মানুষের মুক্তির সংগ্রামের চালিকা শক্তি; তার মতাদর্শিক দিশা, দেশে দেশে মুক্তির অবিরাম লড়াইকে নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পরিচালনায় সহায়তা করে। সেই কার্ল মার্কস সহ পুরোধা ব্যক্তিদের মূল রচনা এই অঞ্চলে বিপ্লবীদের মধ্যে কতটা নিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়েছে, কতটা অধ্যয়ন করা হয়েছে, মানুষের মধ্যে এসব চিন্তা নিয়ে যাবার জন্য এই অঞ্চলের প্রধান জনগোষ্ঠীর মাতৃভাষায় এসব রচনা কতটা অনুবাদ হয়েছে এগুলোর অনুসন্ধান এই পর্যালোচনার জন্য গুরুত্বপূর্ণ।

১৮৬৭ সালে যখন কার্ল মার্কসের *পুঁজি* প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয়, বাংলাদেশ তখন ব্রিটিশ উপনিবেশ ভারতের অংশ। এর কয়বছর পর ১৮৭৩ সালে এর দ্বিতীয় জার্মান সংস্করণ প্রকাশিত হয়। এই দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকায় মার্কস জানান যে, ১৮৭২ সালেই *পুঁজি*র চমৎকার রুশ অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে এবং তার তিন হাজার কপি একবছরের মাথায় শেষ হবার পথে। বোঝাই যাচ্ছে, রাশিয়ার বিপ্লবী আন্দোলনের দ্রুত বিকাশ এমনি এমনি

*২৩ ডিসেম্বর ২০২১ বিআইডিএস আয়োজিত ডক্টর আবদুল গফুর (১৯৩৫-২০০২) স্মারক বক্তৃতায় পঠিত।

ঘটেনি। অন্যদিকে ভারতবর্ষে/বাংলায় এই মূল গ্রন্থ কতটা পঠিত হয়েছে? *পুঁজি*সহ মার্কসীয় সাহিত্য অনুবাদ কতটা হল, কীভাবে পঠিত হলো? বিপ্লবী আন্দোলনের বুদ্ধিবৃত্তিক চাহিদা পূরণ হলো কীভাবে? দুর্বলতার চিত্র কেমন? নানা সমস্যার মধ্যে চেষ্টা কেমন ছিল? শিল্প সাহিত্যে তার প্রভাব কেমন? বর্তমান সময়ে এসব বিষয়ের দিকে মনোযোগ কেমন? এই বক্তৃতায় এসব প্রশ্নেরই উত্তর অনুসন্ধান করা হয়েছে।

২। ব্রিটিশ ভারত থেকে বাংলাদেশ

১৭৫৭ সালে ভারতের ঔপনিবেশিক প্রক্রিয়া শুরু হয় বৃটিশ রাজ সনদপ্রাপ্ত ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কাছে বৃহৎ বঙ্গের নবাব সিরাজউদ্দৌলার (১৭৩৩-১৭৫৭) পরাজয়ের মধ্য দিয়ে।[১] বৃহৎ বঙ্গের মধ্যে তখন অন্তর্ভুক্ত ছিল বিহার ও উড়িষ্যা। সিরাজকে পরাজিত করার পর বেশ কয়েক বছর কোম্পানি তার শাসন কাজ পরিচালনায় কিছু অনুগত গোষ্ঠীর ওপর নির্ভর করেছে। এরপর ১৭৬৫ সালে কোম্পানি বাংলাসহ বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানি বা খাজনা আদায়ের অধিকার লাভ করে। ১৭৭৩ সালে কোম্পানি এই রাজ্যের রাজধানী নিয়ে যায় কলকাতায় এবং তাদের প্রথম গভর্ণর জেনারেল নিয়োগ করে। ১৮৫৭ সাল পর্যন্ত কোম্পানি ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে তাদের দখল সম্প্রসারণ করে। ১৮৫৭ সালে কোম্পানি শাসনের বিরুদ্ধে ভারতের কৃষক ও সিপাহীদের সম্মিলিত বিদ্রোহ ব্যাপক প্রতিরোধ তৈরি করে। মার্কস এই বিদ্রোহকে অভিহিত করেন 'ভারতের প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রাম' হিসেবে।[২] এই মহাবিদ্রোহে কোম্পানি বাহিনী বিজয়ী হয়, যার পর ব্রিটিশ রাজতন্ত্র ভারতে প্রত্যক্ষ শাসন কায়েম করে অর্থাৎ ভারত আনুষ্ঠানিকভাবে ব্রিটিশ উপনিবেশে পরিণত হয়। এই শাসন অব্যাহত থাকে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত যে বছর বৃটিশরা ভারতকে দুই রাষ্ট্রে ভাগ করে বিদায় নেয়। জন্ম নেয় দুটি স্বতন্ত্র রাষ্ট্র: ভারত ও পাকিস্তান।

১৯৪৭ সাল পর্যন্ত বাংলা বলতে অখণ্ড বাংলাই বোঝাতো। ১৯৪৭ সালে ভারত বিভাগের অংশ হিসেবে বাংলা দুই ভাগ হয়। একাংশ থাকে ভারতের সাথে যার নাম হয় পশ্চিম বঙ্গ। আরেক অংশ যুক্ত হয় পাকিস্তানের সাথে। প্রথম এর নাম ছিল পূর্ব বাংলা, পরে ১৯৫৬

[১] বৃটিশ ব্যক্তি মালিকানাধীন ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বৃটিশ রাণীর কাছ থেকে দক্ষিণ এশিয়াসহ প্রাচ্যে ব্যবসা বাণিজ্য করার সনদ লাভ করে ১৬০০ সালে। ১৮০০ সালের মধ্যে এই ব্যবসা-বাণিজ্য সম্প্রসারণের প্রক্রিয়ায় এই কোম্পানি যে সেনাবাহিনী গঠন করে তা আকারে বৃটিশ সেনাবাহিনীর দ্বিগুণ হয়ে ওঠে। এই কোম্পানিই ১৮৫৭ সাল নাগাদ পুরো ভারতের ওপর শাসন কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে।

[২] মার্কস ভারতে ব্রিটিশ শাসন নিয়ে বহু লেখা লিখেছেন, যার অধিকাংশ প্রকাশিত হয়েছে ১৮৫৭ সালের জুলাই মাস থেকে ১৮৫৮ সালের অক্টোবর পর্যন্ত *New York Daily Tribune*-এ। এগুলো পাওয়া যাবে: https://www.marxists.org/archive/marx/works/1857/india/index.htm.

সালের সংবিধান অনুযায়ী পূর্ব পাকিস্তান এবং ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে এই ভূখণ্ডেই প্রতিষ্ঠিত হয় নতুন স্বাধীন রাষ্ট্র, বাংলাদেশ। এই পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশ অখণ্ড বাংলা, অখণ্ড ভারত ও অখণ্ড পাকিস্তানের ধারাবাহিকতা বহন করছে।[৩] তার ফলে এই অঞ্চলে মার্কসের প্রভাব বিশেষত তাঁর *পুঁজি*সহ বিভিন্ন রচনা পাঠের গতিপ্রকৃতি অনুসন্ধান করতে গেলে ১৯৪৭ পূর্ববর্তী ও পরবর্তী এবং ১৯৭১ পরবর্তী পুরো সময়টাই আমাদের পর্যালোচনার অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

৩। বাংলায় সাম্যচিন্তা

সমতার সমাজ গড়ে তোলার চিন্তা ও স্বপ্ন এই সমাজে বহুদিন থেকে বহুভাবেই প্রকাশিত হয়ে আসছে। গান, পুঁথি, কাহিনী, ধর্মকথার মধ্য দিয়ে এসব আকাঙ্ক্ষার নজির পাওয়া যায় বহুভাবে। এছাড়া উনিশ ও বিশ শতকে লালনসহ অনেক লোক-দার্শনিক গায়েন ছাড়াও প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় শিক্ষিত সমাজেও সাম্যচিন্তার প্রকাশ দেখা যায় কবিতা, গান ও লেখালেখিতে।

বাংলার বিখ্যাত লেখক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৮-১৮৯৪) এর লেখায় সাম্য ও ন্যায়বিচারের চিন্তার স্বাক্ষর পাওয়া যায়। ১৮৭৯ সালে লিখিত তাঁর 'সাম্য' এবং পরবর্তীকালে 'বঙ্গদেশের কৃষক' রচনায় তিনি সমাজের দারিদ্র্য, বৈষম্য ও অবিচার বিভেদের বিরুদ্ধে লিখেছিলেন। যেমন 'বঙ্গদেশের কৃষক' প্রবন্ধে তিনি লিখেছেন,

> *'...পাঁচ সাতজন টাকার গাদায় গড়াগড়ি দিবে, আর ছয় কোটি লোক অন্নাভাবে মারা যাইবে, ইহা অপেক্ষা অন্যায় আর কিছু কি সংসারে আছে? সেই জন্যই কর্ণওয়ালিসের বন্দোবস্ত অতিশয় দুষ্য। প্রজাওয়ারি বন্দোবস্ত হইলে, এই দুই চারিজন অতিধনবান্ ব্যক্তির পরিবর্ত্তে আমরা ছয় কোটি সুখী প্রজা দেখিতাম। দেশশুদ্ধ অন্নের কাঙ্গাল, আর পাঁচ সাত জন টাকা খরচ করিয়া ফুরাইতে পারে না, সে ভাল, না- সকলেই সুখ স্বচ্ছন্দে আছে, কাহারও নিষ্প্রয়োজনীয় ধন নাই, সে ভাল? দ্বিতীয় অবস্থা যে প্রথমোক্ত অবস্থা হইতে শতগুণে ভাল, তাহা বুদ্ধিমানে অস্বীকার করিবেন না। প্রথমোক্ত অবস্থায় কাহারও মঙ্গল নাই। যিনি টাকার গাদায় গড়াগড়ি দেন, এ দেশে প্রায় তাঁহার গর্দ্দভজন্ম ঘটিয়া উঠে। আর যাহারা নিতান্ত*

[৩]এই প্রেক্ষাপটের সামগ্রিক আলোচনার জন্য দেখুন, সিরাজুল ইসলাম (সম্পাদিত) *বাংলাদেশের ইতিহাস ১৭০৪-১৯৭১*, ৩ খণ্ড একত্রে (বাংলা ও ইংরেজি), ঢাকা, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০১৭। এর ইংরেজি সংস্করণও পাওয়া যায়।

অন্নবস্ত্রের কাঙ্গাল, তাহাদের কোন শক্তি হয় না। কেহ অধিক বড় মানুষ না হইয়া, জনসাধারণের স্বচ্ছন্দাবস্থা হইলে সকলেই মনুষ্যপ্রকৃত হইত। দেশের উন্নতির সীমা থাকিত না। এখন যে জন পাঁচ ছয় বাবুতে ব্রিটিশ্ ইন্ডিয়ান্ এসোসিয়েশানের ঘরে বসিয়া মৃদু মৃদু কথা কহেন, তৎপরিবর্তে তখন এই ছয় কোটি প্রজার সমুদ্রগর্জ্জনগম্ভীর মহানিনাদ শুনা যাইত।'[৪]

একজন গবেষক লিখেছেন, 'উপনিবেশ বাংলায় সমাজতান্ত্রিক চিন্তাধারার দীর্ঘ ইতিহাসে বঙ্কিমের সাম্য রচনা একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা।'[৫] তবে এই লেখাগুলোতে শক্তিশালী যুক্তি ছিল আবার অস্পষ্টতাও ছিল। সেজন্যই হয়তো আমরা দেখি এই ক্ষমতাধর লেখক এক পর্যায়ে নিজের এসব লেখার সাম্যবাদী বক্তব্য খারিজ করে হিন্দুত্ববাদের প্রভাবশালী সমর্থকে পরিণত হন।

উনিশ শতকের শেষার্ধে মার্কসের বিষয়ে খোঁজখবর যে বাংলায় চলছিল তার সন্ধান পাওয়া যায় বিভিন্নভাবে। ১৮৭১ সালে প্যারী কমিউনের বছরে প্রথম কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের কাছে বাংলা অঞ্চলে এই প্রতিষ্ঠানের শাখা খোলার অনুরোধ করে একজন বাঙালি চিঠি লিখেছিলেন। ১৮৭৪ সালে ভারত শ্রমজীবী নামে একটি ম্যাগাজিন প্রকাশিত হয় যার মূল মনোযোগ ছিল শ্রমিক শ্রেণীর দাবিসমূহ সামনে আনা। জানা যায় যে, মার্কস-এঙ্গেলস রচিত কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো এর প্রথম বাংলা অনুবাদ হয়েছিল ১৮৭৬ সালে। এই অনুবাদের সন্ধান পাওয়া গেলেও অনুবাদকের নাম জানা যায়নি।[৬]

১৯১৭ সালে রুশ বিপ্লবের খবর বাংলায় পৌঁছানোর পর মার্কসের লেখা এবং মার্কসীয় বিপ্লবী মতবাদ সম্পর্কে আগ্রহ বিশেষভাবে বৃদ্ধি পায়। এর আগে ভারতে এবং বিশেষভাবে বাংলায় বৃটিশ শাসন উৎখাতের লক্ষ্যে বিভিন্ন সশস্ত্র গ্রুপের তৎপরতা ক্রমেই বাড়ছিল। রুশ বিপ্লবের খবর আসার পর একটি সফল বিপ্লবের চিন্তা ও সংগঠনের ধরন নিয়ে আগ্রহ ও অনুসন্ধান বৃদ্ধি পায়। বিভিন্ন বিপ্লবী দল মার্কস-লেনিনের লেখা ও রুশ বিপ্লবের কাগজপত্র সংগ্রহ ও অধ্যয়নে মনোযোগী হয়ে ওঠে।

---

[৪]বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, 'বঙ্গদেশের কৃষক,' *বঙ্কিম রচনাবলী*, পৃ. ৩১৩-১৪।

[৫]রাজর্ষি দাশগুপ্ত,"Capital in Bangla: Postcolonial Translations of Marx,"*Capital in the East* শীর্ষক সম্মেলনে পঠিত প্রবন্ধ, কলকাতা, ৩০-৩১ জানুয়ারি ২০১৮।

[৬]শিপ্রা সরকার ও অনামিত্র দাশ (সম্পাদিত) *বাঙালির সাম্যবাদ চর্চা*, কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স, ২০১১, পৃ. ৫। ১৯১৭ থেকে ১৯৪৮ সাল পর্যন্ত বাংলায় সমাজতন্ত্র/সাম্যবাদ বিষয়ক লেখালেখির সংকলন হিসেবে এই গ্রন্থটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

৪। কমিউনিস্ট পার্টি গঠন

ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি গঠনের সূচনাকালে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন প্রবাসে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম সংগঠনে সক্রিয় মোহাজিরদের পাশাপাশি বাংলার মানবেন্দ্রনাথ রায় বা এম এন রায় (১৮৮৭-১৯৫৪)। তাঁর আসল নাম ছিল নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য। বৃটিশ শাসনের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের তাগিদ থেকেই তিনি তাত্ত্বিক এবং সংগঠকে পরিণত হন। ১৯১০ দশকের দিকে তিনি অস্ত্র ও অর্থের সন্ধানে বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চল সফর করতে থাকেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর তিনি ছদ্মবেশে বার্মা, ইন্দোনেশিয়া, চীন, জাপান সফর করে যুক্তরাষ্ট্রে পৌঁছান। এসময়েই তিনি অব্যাহত নজরদারি এড়াতে নিজের নাম নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য পরিবর্তন করে রাখেন মানবেন্দ্রনাথ রায় বা এম এন রায়, আর এ নামেই তিনি পরে সর্বত্র পরিচিত হন। যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থানকালেই তিনি মার্কস অধ্যয়নের তাগিদ অনুভব করেন। রায় তাঁর স্মৃতিকথায় লিখেছেন, ১৯১৬ সালের একদিন ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের পথ ও পদ্ধতি এবং মুক্তির পথ নিয়ে প্রবাসী ভারতীয়দের এক সভায় দীর্ঘ আলোচনা ও বিতর্ক হয়। এই সভাস্থল প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে তিনি লিখেছেন,

> *'আমি একাই হল থেকে বের হলাম, তখনও আমি বিভ্রান্ত, কিন্তু আবছাভাবে স্বাধীনতার একটি ভিন্ন চিত্র মাথায় আসছে। লালাজি ও অন্যান্য ভারতীয় বন্ধুদের থেকে দূরে গিয়ে নিউইয়র্ক পাবলিক লাইব্রেরীতে (এর মধ্যে) প্রায়ই গেছি কার্ল মার্কস অধ্যয়ন করতে, আর সেখানেই বিপ্লবের এক নতুন অর্থ আবিষ্কার করেছি।'*[৭]

যুক্তরাষ্ট্রে এম এন রায়ের অবস্থান ক্রমে ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে ওঠলো, পুলিশ পেছনে লাগায় তিনি বুঝতে পারলেন যেকোনো সময় তিনি গ্রেপ্তার হতে পারেন। লম্বা সময় জেলখানায় থাকার সম্ভাবনা এড়াতে তিনি যুক্তরাষ্ট্র থেকে পাড়ি জমালেন মেক্সিকোতে। সেখানে তাঁর দেখা হল রুশ কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিনিধির সাথে। তাত্ত্বিক ও সাংগঠনিক বিষয় আরও পরিষ্কার হবার পর মেক্সিকোর বিপ্লবীদের সাথে তিনি মেক্সিকো কমিউনিস্ট পার্টির [*Partido Comunista Mexicano*; PCM] অন্যতম প্রতিষ্ঠাতার ভূমিকা পালন করেন। এরপর তিনি সোভিয়েত ইউনিয়ন সফর করেন এবং এর কিছুদিনের মধ্যে তিনি প্রবাসী মুসলিম বিপ্লবীদের সাথে প্রতিষ্ঠা করেন ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির ভ্রুণ। ১৯২০ সালে লেনিনের সাথে তাঁর সাক্ষাৎ হয় এবং উপনিবেশে বিপ্লবী সংগ্রাম নিয়ে বিতর্কও হয়। তিনি দ্রুত কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের পূর্বাঞ্চল শাখার নেতৃস্থানীয় দায়িত্বে অধিষ্ঠিত হন।

---

[৭]Manabendra Nath Roy, *M. N. Roy's Memoirs*, Delhi/JawaharNagar, Ajanta Publications, 1964, 28-9. Reprint: 1984.

অর্থাৎ ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির গোড়াপত্তন ঘটে বিদেশে, দেশ থেকে অনেক দূরে। দেশের ভেতর পার্টি সংগঠিত করা এবং মার্কসীয় দর্শন প্রচারে গুরুত্বপূর্ণ নেতৃত্ব দেন মুজফফর আহমদ (১৮৮৯-১৯৭৩)। তাঁর তথ্য ও ব্যাখ্যা অনুযায়ী ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি প্রতিষ্ঠা হয় ১৯২০ সালের ১৭ অক্টোবর তদানীন্তন সোভিয়েত ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত উজবেকিস্তানের রাজধানী তাশখন্দে।[৮] এম এন রায়ের অন্যতম দূত নলিনী গুপ্তের সঙ্গে যোগাযোগের পর ভারতে মুজফফর আহমদ এই কাজে সক্রিয়ভাবে যুক্ত হয়ে পড়েন। এর মাধ্যমেই তাঁর যোগসূত্র স্থাপিত হয় আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের সাথে।[৯]

রুশ বিপ্লবের পর থেকে বৃটিশ ভারতে সম্ভাব্য কমিউনিস্ট সংগঠন প্রতিষ্ঠা এবং তাদের তৎপরতা শুরু নিয়ে বৃটিশ রাজের উদ্বেগ, অস্থিরতা ও নজরদারি ছিল মাত্রাতিরিক্ত। এ কারণে তখন একটা সভা করা এমনকি মার্কস লেনিনের একটা বই বহন করাও ছিল সাংঘাতিক ঝুঁকিপূর্ণ। সেসময় এধরনের বইপত্র আনা-নেওয়া ও বিতরণ করা হতো কঠোর গোপনীয়তার মধ্যে। ১৯২১ সালে অনেক চেষ্টার পর মুজফফর মার্কসীয় বইপত্রের সন্ধান পান, যোগাযোগ হয় এমন লোকজনের সাথে যারা চোরাই পথে দেশে বিপ্লবী বই আনার তৎপরতার সঙ্গে যুক্ত। তিনি এমন একজনের কাছ থেকে কিছু বইপত্র কেনেন যার সাথে ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির প্রবাসী প্রতিষ্ঠাতা একজন সদস্যের যোগাযোগ ছিল। মুজফফর এবিষয়ে লিখেছেন,

> *'আমি ১৯২১ সালের নভেম্বর মাসের কথা বলছি...১০ রূপী দিয়ে আমি কিছু বই কিনলাম। এর মধ্যে ছিল মার্কসের পুঁজির সারসংক্ষেপ People's Marx এবং লেনিনের কয়েকটি পুস্তিকা।'*[১০]

৫। উপনিবেশবিরোধী প্রতিরোধ থেকে মার্কসীয় বিপ্লবী চৈতন্য (১৯২০ ও ১৯৩০ দশক)

ভারতে ব্রিটিশ শাসনের রাজনৈতিক অর্থনৈতিক নীতির কারণে অসন্তোষ নানাভাবে ধূমায়িত হচ্ছিল। নিপীড়ন, বঞ্চনা এবং পরাধীনতার অবস্থা থেকে মুক্তি ও স্বাধীনতার

---

[৮]মুজফফর আহমদ, *আমার জীবন ও ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি* ১৯২০-১৯২৯, ঢাকা, খান ব্রাদার্স, পৃ. ৪৪।
[৯]বিস্তারিত দেখুন, Mortuza Khaled, *Muzaffar Ahmad and The Communist Movement in Bengal*, Calcutta, India, Progressive Publishers, 2001, p. 4।
[১০]মুজফফর আহমদ: পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৬। *People's Marx* সম্পাদনা করেন Julian Borchardt আর ইংরেজিতে অনুবাদ করেন Stephen L. Trask, pp. VII+284, প্রকাশ ১৯২১। এই বইয়ের সম্পাদক তাঁর ভূমিকায় লিখেছেন, তাঁকে এই সারসংক্ষেপ লিখতে প্রায় ৩০ বছর *Capital* অধ্যয়ন করতে হয়েছে।

আকাঙ্ক্ষা ক্রমেই প্রতিরোধ চেতনায় রূপ নিচ্ছিল। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন রূপে সংগঠিত অসংগঠিত বিদ্রোহ দেখা দেয়। বহু বিদ্রোহ সূচিত হয় বাংলা থেকেই।[১১] মার্কসীয় ইতিহাসবিদ সুপ্রকাশ রায় (১৯১৫-১৯৯০) ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে সারা ভারত জুড়ে বিভিন্ন বিদ্রোহের সংকলন ও বিশ্লেষণ করেছেন।[১২] জনপ্রতিরোধের এসব ঢেউ থেকেই মার্কসবাদীসহ বিভিন্ন ধারার বিপ্লবী রাজনীতিরও বিকাশ ঘটে।

১৮৮৫ সালে প্রতিষ্ঠার পর ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস বৃহত্তম রাজনৈতিক দল হিসেবে আবির্ভূত হয়। প্রকৃতপক্ষে এই দলের মধ্যে বহু ধারা কাজ করছিল। কমিউনিস্ট পার্টি প্রতিষ্ঠার পর এই পার্টির সদস্যদের এক অংশও বিভিন্ন পর্যায়ে কংগ্রেস-এর ভেতরে কাজ করতে থাকে। ১৯২১ সালে নবগঠিত কমিউনিস্ট পার্টি ভারতীয় কংগ্রেস পার্টির জাতীয় সম্মেলনের উদ্দেশ্যে আনুষ্ঠানিকভাবে একটি দীর্ঘ ইশতেহার প্রেরণ করে, এতে কংগ্রেস-এর নীতিকাঠামো পরিবর্তনের আশা করা হয়েছে এবং দাবি তোলা হয়েছে।[১৩] কিন্তু স্বাধীনতা প্রশ্নে ভারতীয় কংগ্রেসের দৃঢ় অবস্থান গ্রহণে ব্যর্থতা এবং কমিউনিস্ট পার্টির দুর্বলতার কারণে প্রতিবাদী মানুষদের মধ্যে হতাশা সৃষ্টি হয় এবং ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে কথিত 'সন্ত্রাসী' তৎপরতা নতুনভাবে দানা বাঁধতে থাকে। ১৯২০ ও ১৯৩০ দশকে বাংলাতেই এর বিস্তৃতি ঘটে সবচেয়ে বেশি।

এসময়ে সূর্য সেনের ভূমিকা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সূর্য সেন (১৮৯৪-১৯৩৪) পেশায় স্কুল শিক্ষক ছিলেন, আসলে ভারতীয় কংগ্রেসের সাথেই তিনি কাজ করছিলেন, কংগ্রেস চট্টগ্রাম শাখার সভাপতির দায়িত্বও পালন করেছেন। কিন্তু ক্রমে তিনি কংগ্রেসের ভূমিকায় হতাশ হয়ে পড়েন এবং নিজেই ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসন থেকে ভারতের স্বাধীনতার সংগ্রামের ঘোষণা দেন। সেই হিসেবে তিনি ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে সশস্ত্র লড়াইয়ের জন্য তরুণদের সংগঠিত করেন। ১৯৩০ সালের ১৮ এপ্রিল 'ইন্ডিয়ান রিপাবলিকান আর্মি, চট্টগ্রাম শাখা' এই ব্যানারে সূর্য সেনের নেতৃত্বে সশস্ত্র অভ্যুত্থান হয় এবং চট্টগ্রাম অস্ত্রাগারসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা দখলে নেন তাঁরা। শুধু দখলে নেন তাই

---

[১১]বাংলাদেশে বিভিন্ন জনবিদ্রোহ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনার জন্য দেখুন, সৈয়দ আনোয়ার হোসেন এবং মুনতাসির মামুন (সম্পাদিত): *বাংলাদেশে সশস্ত্র প্রতিরোধ আন্দোলন*, ঢাকা, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ১৯৮৬।

[১২]সুপ্রকাশ রায়ের সবচেয়ে বেশি পঠিত এবং গুরুত্বপূর্ণ বই হলো *ভারতের কৃষক বিদ্রোহ এবং গণতান্ত্রিক সংগ্রাম*, কলকাতা, ন্যাশনাল বুক এজেন্সি, ১৯৬৬।

[১৩]দেখুন এম এন রায় এবং অবনী মুখার্জির স্বাক্ষরে প্রেরিত 'Manifesto to the Delegates of the XXXVI Indian National Congress' ১লা ডিসেম্বর, ১৯২১। এটি পাওয়া যাবে মুজফফর আহমদ এর *আমার জীবন ও ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি* ১৯২০-১৯২৯ গ্রন্থে, ঢাকা, খান ব্রাদার্স, ১৯৭৭, পৃ. ৪৮০-৯৩।

নয়, 'স্বাধীন ভারত'-এর একটি পতাকা উত্তোলন করে তা কয়েকদিন দখলে রাখতেও সক্ষম হন। সূর্য সেনের ঘনিষ্ঠ সহযোগী ছিলেন প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার (১৯১১-১৯৩২)। মেধাবী ছাত্রী ছিলেন প্রীতিলতা, কিন্তু তাঁর কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল ব্রিটিশ শাসন থেকে মুক্ত হওয়ার সংগ্রামে ভূমিকা রাখা। ১৯৩২ সালে তিনি ১৫ জন বিপ্লবীর দল নিয়ে চট্টগ্রাম ইউরোপীয়ান ক্লাব আক্রমণ করেন। এই ক্লাবে বড় নোটিশ লাগানো থাকতো- 'কুকুর আর ভারতীয়দের জন্য নয়' (Dogs and Indians not allowed)। সেই সশস্ত্র অভিযানে ব্রিটিশ বাহিনীর সঙ্গে সাহসের সঙ্গে যুদ্ধ করে প্রীতিলতা আহত হন এবং ব্রিটিশদের হাতে আটক হওয়া এড়াতে সায়ানাইড বিষ খেয়ে মৃত্যুবরণ করেন। সূর্য সেন গ্রেপ্তার হন ১৯৩৩ সালে এবং তাঁকে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে খুন করা হয় ১৯৩৪ সালে।[১৪]

এর আগেও কয়েক দশকে ভাইসরয়সহ ব্রিটিশ সরকারি কর্মকর্তাদের ওপর সশস্ত্র আক্রমণের বহু ঘটনা ঘটে বাংলায়। প্রধানত বাংলার বিপ্লবীরাই এগুলো সংগঠিত করেন। এজন্য জেলজুলুম ফাঁসি সবই বরণ করেছেন বিপ্লবীরা। এসব উদ্যোগের সাথে সম্পর্কিত থাকার অপরাধে হাজার হাজার তরুণ নির্যাতনের শিকার হন, যারা বেঁচে যান তাঁদের জেলে আটক থাকতে হয় বছরের পর বছর। জেলে আটক থাকতে থাকতে মৃত্যুবরণের ঘটনাও অনেক। যারা জেলে আটক ছিলেন দীর্ঘদিন তাঁদের অনেকেরই এই জেলজীবন থেকেই নতুন বিপ্লবী অধ্যায় শুরু হয়।

এরকম একজনের নাম জ্ঞান চক্রবর্তী (১৯০৬-১৯৭৭)। তিনি তাঁর জেলখানার অভিজ্ঞতা বর্ণনা করতে গিয়ে লিখেছেন,

> *'আন্দামান, দেউলীক্যাম্প, বক্সাক্যাম্প, হিজলীক্যাম্প, বহরমপুরক্যাম্প ও অন্যান্য জেলে ও অন্তরীণে হাজার হাজার বিপ্লবী কর্মী কমিউনিজম চর্চার ভিতর দিয়া পথের নির্দেশ খুঁজিতে আরম্ভ করেন। বৎসরের পর বৎসর নিরলসভাবে তাঁহারা কমিউনিস্ট তত্ত্ব আয়ত্ত করিতে গিয়া বইয়ের মধ্যে ডুবিয়া থাকেন। বাহিরেও চলে নূতন পথের সন্ধান।'*[১৫]

[১৪]পূর্ণেন্দু দস্তিদার, "চট্টগ্রামের অস্ত্রাগার লুণ্ঠন" সৈয়দ আনোয়ার হোসেন এবং মুনতাসির মামুন (সম্পাদিত) *বাংলাদেশের সশস্ত্র প্রতিরোধ আন্দোলন* (বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা, ১৯৮৬, পৃ. ২৭৯-৩১৩) গ্রন্থভুক্ত রচনা। ।

[১৫]জ্ঞান চক্রবর্তী, *ঢাকা জেলার কমিউনিস্ট আন্দোলনের অতীত যুগ*, ঢাকা, জন সাহিত্য প্রকাশন, ১৯৭২, পৃ. ৯।

ঢাকা অঞ্চলে কমিউনিস্ট আন্দোলন গড়ে তোলার ক্ষেত্রে জ্ঞান চক্রবর্তী অগ্রবর্তী ভূমিকা পালন করেছিলেন। ১৯৭২ সালে প্রকাশিত তাঁর স্মৃতিকথাভিত্তিক বইতে ঢাকায় পার্টি সংগঠন গড়ে তোলা এবং ঢাকায় মার্কস পাঠ সম্পর্কে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার বিবরণ পাওয়া যায়। তিনি লিখেছেন,

> *'প্রাক বিভাগ যুগে ঢাকা ছিল সমস্ত ভারতবর্ষের মধ্যে সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবী আন্দোলনের সবচেয়ে শক্তিশালী কেন্দ্র। ঢাকা শহর, সোনারগাঁও, বিক্রমপুর, নরসিংদি অঞ্চলের হাজার হাজার যুবক এই আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। এ বিপ্লবী আন্দোলন বিভিন্ন দল ও গ্রুপে বিভক্ত ছিল। ইহা কোন সময়েই একটি ঐক্যবদ্ধ সংগঠনের রূপ গ্রহণ করিতে পারে নাই।'*[১৬]

বিভিন্ন কারণে তারা সাংগঠনিকভাবে ঐক্যবদ্ধ না থাকতে পারলেও ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসন উচ্ছেদের বিষয়ে সবার লক্ষ ছিল অভিন্ন। তাদের কর্মসূচি এবং সংগঠন প্রধানত শত্রুর ওপর সশস্ত্র আক্রমণ, ব্রিটিশ শত্রু ও তাদের সহযোগী নিধন, শাসকদের সন্ত্রস্ত রাখা ইত্যাদির প্রস্তুতি ও বাস্তবায়ন করার জন্যই সাজানো হতো।

রুশ বিপ্লবের খবর এই তরুণদের ব্যাপকভাবে উদ্দীপ্ত করে। সমাজতন্ত্র, সাম্যবাদ, মার্কস, লেনিন সম্পর্কে তাঁদের জানার আগ্রহ বেড়ে যায় অনেক বেশি। প্রকৃতপক্ষে এই পর্ব ছিল ঔপনিবেশিক ভারত বিশেষত বাংলা অঞ্চলে বিপ্লবী ধ্যানধারণা এবং কর্মতৎপরতার মধ্যে এক মৌলিক পরিবর্তনের সূচনাকাল। ১৯৩০ সাল নাগাদ কলকাতাসহ বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে খুবই গোপনে মার্কসীয় বইপত্র পৌঁছাতে শুরু করে। জ্ঞান চক্রবর্তী জানাচ্ছেন যে, এসব বইয়ের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল মার্কস-এঙ্গেলস রচিত *কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো*, বুখারিনের *দি এবিসি অব কমিউনিজম*, পোস্টগেটের *হিস্ট্রি অব রাশিয়ান রেভ্যুলিউশন*, এমা গোল্ডম্যানের *অ্যানার্কিজম অ্যান্ড আদার এসেজ*, এবং ম্যাক্সিম গোর্কির *মাদার*। সবচেয়ে বেশি চাহিদা ছিল মার্কস-এঙ্গেলসের *কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো* এবং ম্যাক্সিম গোর্কির *মাদার*-এর। এধরনের বই অনুবাদ প্রসঙ্গে বিনয় সরকার নামের একজনের কথা স্মরণ করতে পেরেছেন জ্ঞান চক্রবর্তী, তাঁর ভাষায়,

> *'এই সময়ে সর্বপ্রথম অধ্যাপক বিনয় সরকার এঙ্গেলস এর অরিজিন অব ফ্যামিলি, প্রাইভেট প্রপার্টি এন্ড দ্য স্টেট এবং পল লাফার্গ এর এভুলিউশন অব প্রপার্টি বই দুই খানা পরিবার গোষ্ঠি ও রাষ্ট্র এবং ধন দৌলতের রূপান্তর নামে বাংলায় অনুবাদ করেন।'*[১৭]

---

[১৬]ঐ, পৃ. ১।
[১৭]ঐ, পৃ. ৩।

আরেকজন বিপ্লবী 'সন্ত্রাসী' নলিনী দাসও (১৯১০-১৯৮২) ১৯৩১ সাল থেকে আন্দামান দ্বীপের কারাগারে বন্দী ছিলেন। তিনিও বলেছেন যে, এই কারাগারেই তাঁর প্রথম মার্কসীয় সাহিত্যের সাথে পরিচয় হয়। তিনি জানিয়েছেন ১৯৩২ সালে প্রথম বাইরে থেকে আসা মার্কসীয় বইপত্র পান তিনি। তাঁরা অনেকে একসাথেই পড়াশোনা করছিলেন। তিনি বলেন,

> *'..ইতিহাসের পাঠ শেষ করে আমরা পড়া শুরু করলুম অর্থনীতি বিষয়ক গ্রন্থাদি। প্রথম চিরায়ত অর্থনীতি-অ্যাডাম স্মিথ ও রিকার্ডোর বই পড়লুম, পরে পড়লুম মার্কস-এর লেখা শ্রম, মজুরি ও মূলধন এবং রুশ লেখক বোগদান্ত ও লিপিডাসের লেখা অর্থনীতির বই। শেষের দিকে লিয়নটিয়েভ-এর লেখা মার্কসীয় অর্থনীতি বইটাও আমরা পড়েছিলুম। আমরা তর্ক-বিতর্ক করতে করতেই পড়েছি।'*[১৮]

পুঁজি পাঠ সম্পর্কে তিনি স্মৃতি থেকে বলেছেন,

> *'মার্কস-এর ক্যাপিটাল বইখানার একটি কপিই ছিল আমাদের কাছে। এই মূল্যবান বইটিকে রক্ষা করার প্রয়োজন তাই সকল বন্ধুই অনুভব করেছিলেন এই কারণেই ক্যাপিটাল ক্লাসের সময় আমরা অন্য দুই-তিনখানা বইও সঙ্গে রাখলুম। এর মধ্যে এঙ্গেলস-এর পরিবার, ব্যক্তি মালিকানা ও রাষ্ট্র এবং এ্যান্টি-ডুরিং- এই দুখানা কঠিন ও রসকসহীন বইও রাখা হতো। একদিন সত্যিই দুপুর বেলা জেলের বড় সাহেবের নেতৃত্বে জেল সিপাহীরা ক্লাসের সেলটাকে ঘেরাও করে ফেললো এবং তল্লাসী করে এই বই দুখানা নিয়ে গেল।'*[১৯]

খোকা রায় (১৯০৭-১৯৯২) সন্ত্রাসী দল হিসেবে পরিচিত যুগান্তর-এর সদস্য হন খুবই অল্প বয়সে, ১৯২১ সালে। অনেক ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে ১৯৩৮ সালে তিনি ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য হন।[২০] এর আগে রাজনৈতিক সন্ত্রাসবাদী তৎপরতায় যুক্ত থাকার অভিযোগে ১৯৩০ সালে গ্রেপ্তার হন এবং জেলবন্দী থাকেন। ১৯৩০-৩১ সালে কারাগারেই মার্কসের লেখার সাথে পরিচিত হন। খোকা রায় তাঁর স্মৃতিকথায় লিখেছেন, 'বিভিন্ন জেলখানায় বিপ্লবী সন্ত্রাসবাদীরা সমাজতান্ত্রিক ধ্যানধারণার বহুরকম স্রোতের অভিজ্ঞতা লাভ

---

[১৮]নলিনী দাস, 'দ্বীপান্তরের বন্দী,' শেখ রফিক সম্পাদিত *আন্দামান স্মৃতি* (ঢাকা, বিপ্লবীদের কথা, ২০১৪, পৃ. ১৬১) গ্রন্থভুক্ত রচনা।

[১৯]পূর্বোক্ত, পৃ. ১৭৫।

[২০]১৯৪৭ এর ভারত বিভাগের পর তিনি পূর্ব পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় নেতা হন। বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার পর তিনি বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি অর্থাৎ সিপিবির কেন্দ্রীয় নেতার দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

করেন। তাঁরা মার্কসীয় সাহিত্য পাঠ এবং আলোচনা শুরু করেন। আন্দামান জেলে আমি ছিলাম তাঁদের একজন।'[২১] তিনি আরও বলেন,

> *'আমি প্রথম যখন মেনিফেস্টো পাই ও পড়ি তখন আমি আলিপুর জেলে। তারপরই আমাকে নিয়ে যাওয়া হয় আন্দামান জেলে। সেখানে আমি ক্যাপিটাল সহ আরও বই পাই।'*[২২]

৬। বাংলা সাহিত্যে মার্কস (১৯২০ থেকে ১৯৪০ দশক)

বাংলা ভাষায় *কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো* অনুবাদক হিসেবে যার নাম প্রথম জানা যায় তিনি হলেন সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৯০১-১৯৭৪)।[২৩] তাঁর অনুদিত ম্যানিফেস্টো প্রথম প্রকাশিত হয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম (১৮৯৯-১৯৭৬) সম্পাদিত *লাঙ্গল* পত্রিকায়। ব্রিটিশ শাসন বিরোধী, সমাজের শোষণ পীড়ন বিরোধী লেখা ও সাংগঠনিক উদ্যোগের জন্য নজরুলকে জেলে যেতে হয়েছে একাধিকবার, তাঁর লেখা নিষিদ্ধও হয়েছে। নজরুলের বিভিন্ন গদ্য ও পদ্যে *পুঁজি* বা মার্কসের বিশ্লেষণের প্রভাব পাওয়া যায়।[২৪] নজরুল মার্কসীয় চিন্তার সারকথা, শ্রমশোষণ, শ্রেণী বৈষম্য, বিপ্লবের বার্তা তাঁর বিভিন্ন বিখ্যাত কবিতায় উপস্থিত করেছেন। এক্ষেত্রে মুজফফর আহমদের ভূমিকা হয়তো গুরুত্বপূর্ণ ছিল। নজরুলের কবিতায় উদ্বৃত্ত মূল্য তত্ত্বের কাব্যিক উপস্থাপনও খেয়াল করা যায়। যেমন তাঁর 'কুলি ও মজুর' কবিতা– উদ্বৃত্ত মূল্যের উৎসের ইঙ্গিত দেয়-

'বেতন দিয়াছ?- চুপ রও যত মিথ্যাবাদীর দল।
কত পাই দিয়ে কুলিদের তুই কত ক্রোর পেলি বল্।'

কিংবা সকল পণ্যমূল্যের পেছনে যে তার ভেতরে উহ্য শ্রমশক্তি আছে তার ইঙ্গিত-

'রাজপথে তব চলিছে মোটর, সাগরে জাহাজ চলে,
রেলপথে চলে বাষ্প-শক, দেশ ছেয়ে গেল কলে,
বল ত এ-সব কাহাদের দান! তোমার অট্টালিকা

---

[২১]খোকা রায়, *সংগ্রামের তিন দশক ১৯৩৮-১৯৬৮*, ঢাকা, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী, ১৯৮৬, পৃ. ১২।
[২২]ঐ, পৃ. ১৩।
[২৩]সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর বিপ্লবী তৎপরতা এবং লেখালেখির জন্য বেশ কয়েকবার গ্রেপ্তার হন। ১৯৩৪ সালে তিনি গঠন করেন রেভ্যুলুশনারী কমিউনিস্ট পার্টি অব ইন্ডিয়া।
[২৪]কাজী নজরুল ইসলাম, 'বর্তমান বিশ্ব সাহিত্য,' মুহাম্মদ নূরুল হুদা এবং রশিদুন নবী সম্পাদিত *নজরুলের প্রবন্ধ সমগ্র*, ঢাকা, কবি নজরুল ইন্সটিটিউট, জুন ১৯৯৭, পৃ. ১৮০-৮১।

কার খুনে রাঙা?- ঠুলি খুলে দেখ, প্রতি ইটে আছে লিখা।
তুমি জান না ক', কিন্তু পথের প্রতি ধূলিকণা জানে
ঐ পথ, ঐ জাহাজ, শকট, অট্টালিকার মানে!'[২৫]

নজরুল সাম্যবাদী সমাজের রূপকল্প এঁকেছেন তাঁর সাম্য কবিতায়-

'গাহি সাম্যের গান-
বুকে বুকে হেথা তাজা সুখ ফোটে, মুখে মুখে তাজা প্রাণ।
বন্ধু, এখানে রাজা-প্রজা নাই, নাই দরিদ্র-ধনী,
এখানে পায় না ক' কেহ ক্ষুদ-ঘাঁটা, কেহ দুধ-সর-ননী।...
সাম্যবাদী স্থান-
নাই কো এখানে কালা ও ধলার আলাদা গোরস্থান।
নাই কো এখানে কালা ও ধলার আলাদা গীর্জা-ঘর
নাই কো পাইক-বরকন্দাজ নাই পুলিশের ডর।..
নেই ক' এখানে ধর্মের ভেদ শাস্ত্রের কোলাহল,
পাদরী-পুরুত-মোল্লা-ভিক্ষু এক গ্লাসে খায় জল।'[২৬] কিংবা

নারী পুরুষের প্রশ্ন-
'সাম্যের গান গাই-
আমারে চক্ষে পুরুষ-রমণী কোনো ভেদাভেদ নাই।.....
সেদিন সূদুর নয়-
যেদিন ধরণী পুরুষের সাথে গাহিবে নারীরও জয়।'[২৭]

[২৫]কাজী নজরুল ইসলাম: 'কুলি মজুর', *নজরুলের কবিতা সমগ্র*, কবি নজরুল ইন্সটিটিউট, ঢাকা, অক্টোবর ২০১৬, পৃ. ২৭৮-৭৯।
[২৬]ঐ, পৃ. ২৭৮।
[২৭]ঐ, পৃ. ২৭৩, ২৭৬।

ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির অনুরোধে কাজী নজরুল 'কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিক' গানের বাংলা অনুবাদ করেন। ১৯২৭ সালে নজরুলের এই অনুবাদ প্রকাশিত হয় *গণবাণী* পত্রিকায়।[২৮]

১৯২০ এর দশকে বাঙালি মুসলমানদের মধ্যে শিক্ষিত সক্রিয় একটি গোষ্ঠী প্রতিষ্ঠা করে শিখা। এতে বিভিন্ন লেখায় প্রকাশিত চিন্তা ও দর্শন বাঙালি মুসলিম সমাজে মার্কসীয় চিন্তা দর্শন বোঝার আগ্রহ ও সক্ষমতা তৈরিতে সুদূরপ্রসারী ভূমিকা রাখে। কাজী নজরুল ইসলাম ছাড়াও এই বিদ্বজ্জনদের মধ্যে আরও যাদের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য তাঁরা হলেন ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ (১৮৮৫-১৯৬৯), কাজী আবদুল ওদুদ (১৮৯৪-১৯৭০), আবুল হোসেন (১৮৯৬-১৯৩৮), ডক্টর কাজী মোতাহার হোসেন (১৮৯৭-১৯৮১) এবং মোতাহার হোসেন চৌধুরী (১৯০৩-১৯৫৬)।[২৯] এর প্রভাব বলয়ের লেখক ও চিন্তাবিদদের অনেকেই পরবর্তী কালে বিভিন্ন গণতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক সংগ্রামে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। আবুল হোসেন রচিত *বাংলার বলশী* প্রকাশিত হয় ১৯২৫ সালে। এই বইতে কৃষিপ্রধান সমাজের মুক্তির পথ অনুসন্ধান করা হয়েছে। তিনি বলশেভিকদের বাংলার পরিপ্রেক্ষিতে দেখতে চেয়েছেন। হুমায়ুন কবির (১৯০৬-১৯৬৯) মার্কসের কাজ নিয়ে লিখেছেন। মার্কসবাদ নিয়ে তাঁর বই প্রকাশিত হয়েছে ১৯৫১ সালে।

বাংলা সাহিত্যে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৮-১৯৭১) একজন অন্যতম দিকপাল। সরকারের রক্তচক্ষু আর নির্যাতনের নানা চাপ থাকলেও ১৯৪০ এ প্রকাশিত তারাশঙ্করের উপন্যাসেও মার্কসের উপস্থিতি দেখা যায়। তাঁর রচিত *কালিন্দী* উপন্যাসের এক পর্যায়ে আছে:

> *'(অহীন্দ্র) বইখানার মধ্যে সুদৃশ্য কাগজের লম্বা একটা টুকরা দিয়া টেবিলের উপর রাখিয়া দিল, বলিল যাচ্ছি মা আমি। তারপর মৃদু হাসিয়া বলিল, বইখানা বড় ভাল বই, পড়তে বসে আর ছাড়তে ইচ্ছা করে না।*
>
> *কি বই রে?*
>
> *পৃথিবীর একজন শ্রেষ্ঠ মনিষীর লেখা মা, জাতিতে তিনি জার্মান, তাঁর নাম কার্ল মার্কস। আমরা যাদের বলি ঋষি, তিনি তাই। পৃথিবীর এই যে ছোটবড় ভেদাভেদ, কোটি কোটি লোকের দারিদ্র্য আর মুষ্টিমেয় ধনীর বিলাস, রাজ্যসম্পদ নিয়ে এই যে*

[২৮]Mirza Hasan, "Karl Marx in Bangladesh," *Daily Star* (Dhaka), 6 May 2018, part 1, p. 8.
[২৯]আবদুল মান্নান সৈয়দ, *নির্বাচিত শিখা* (১৯২৭-১৯৩১), ঢাকা, একুশে প্রকাশনী, ২০০২।

হিংস্র পশুর মতো মানুষের কাড়াকাড়ি, তিনি তার কারণ নির্ধারণ করেছেন এবং নিবারণের উপায়-পথ নির্দেশ করে দিয়েছেন।

সুনীতি মুগ্ধ বিস্ময়ে ছেলের মুখের পানে চাহিয়া রহিলেন। পৃথিবী জুড়িয়া সম্পদ লইয়া কাড়াকাড়ি, মানুষে মানুষে হিংসা দ্বেষ, কোটি কোটি মানুষের দারিদ্র্য নিবারণের উপায়। কয়েক মুহূর্ত পর তিনি অভিভূতের মতো বলিলেন, সে উপায় তবে কেন মানুষ নেয় না, অহী?

অহীন্দ্র হাসিয়া বলিল, সে-পথে বাধার মতো দাঁড়িয়ে রয়েছে জমিদার আর ধনীর দল মা- আমরা, ওই বিমলবাবু। আমার এই প্রভুত্ব, এই পাকাবাড়ি, জমিদারী চাল, সুখ স্বাচ্ছন্দ্য তা হলে যে থাকবে না মা। সম্পত্তি নিয়ে কাড়াকাড়ি যা করি, আমরাই তো করি, নিরীহ গরীবের সম্পত্তি অর্থ কেড়ে নিয়ে আমরাই তো তাদের গরীব করে দেই। ওই চরটার কথা ভাল করে ভেবে দেখ, তা হলেই বুঝতে পারবে।' [৩০]

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯০৮-১৯৫৬) বাংলা সাহিত্যের অত্যন্ত শক্তিশালী লেখক। তিনি মার্কসীয় দর্শন এবং কমিউনিস্ট আন্দোলন দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত ছিলেন এবং অনেকটা সময় সাংগঠনিকভাবেও যুক্ত ছিলেন। মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গিকে শিল্পীত উপায়ে কথাসাহিত্যে প্রকাশের ক্ষেত্রে মানিক পথিকৃতের ভূমিকা পালন করেছেন।[৩১] মার্কসীয় দর্শন দ্বারা প্রভাবিত হয়েই বিদ্বৎ সমাজ থেকে ভারত জুড়ে প্রগতি লেখক সংঘ গঠনের উদ্যোগ নেয়া হয়, যেখানে বাংলার লেখক, শিল্পী, বুদ্ধিজীবীরা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন, অনেকে তৈরিও হন এখানেই। গঠিত হয় ইন্ডিয়ান পিপলস থিয়েটার অ্যাসোসিয়েশন (আইপিটিএ)। বাংলায় গঠিত হয় গণনাট্যসংঘ। বাংলার বহু খ্যাতনামা সঙ্গীত শিল্পী, চিত্রশিল্পী, নাট্যকার, চলচ্চিত্রকার, অভিনয়শিল্পী, পরিচালক এখান থেকেই গড়ে ওঠেন।

[৩০] তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, *কালিন্দী*, কলকাতা, ১৩৪৭ বাংলা, পৃ. ২২০-২১।

[৩১] আমরা আরও লেখকের সন্ধান পাই যারা সৃষ্টিশীল মার্কসীয় ফর্ম ও বিষয়বস্তুর প্রয়োগের মধ্য দিয়ে বাংলা সাহিত্য সমৃদ্ধ করেছেন আর সেসময়ের সমাজ চৈতন্যকেও প্রভাবিত করেছেন। এঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন সুকান্ত ভট্টাচার্য্য (১৯২৬-১৯৪৭), সুভাষ মুখোপাধ্যায় (১৯১৯-২০০৩), বিষ্ণু দে (১৯০৯-১৯৮২), সমর সেন (১৯১৬-১৯৮৭), বিজন ভট্টাচার্য্য (১৯১৭-১৯৭৮), সোমেন চন্দ (১৯২০-১৯৪২) প্রমুখ। পরবর্তী কালে পূর্ব বাংলা এবং স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশে আরও অনেকে এই ধারায় যুক্ত হন। এদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিরা হলেন সত্যেন সেন (১৯০৭-১৯৮১), শহীদুল্লাহ কায়সার (১৯২৭-১৯৭১), হাসান আজিজুল হক (১৯৩৯-২০২১), শওকত আলী (১৯৩৬-২০১৮) এবং আখতারুজ্জামান ইলিয়াস (১৯৪৩-১৯৯৭)।

৭। সহজভাবে মার্কস বোঝা এবং পুঁজি পাঠ

পুঁজি অনুবাদের বহু আগে থেকেই মার্কসের তুলনামূলকভাবে ছোট বই ও লেখা বাংলায় অনুবাদ শুরু হয়। এছাড়া শ্রমিক-কৃষকদের সংগঠিত করার জন্য ছোট ছোট সহজ ভাষায় বেশ কিছু বই লেখা ও প্রকাশিত হতে থাকে ১৯২০ এর দশক থেকেই। এক অনুসন্ধানে দেখা যায়, বাংলা ভাষায় মার্কসকে নিয়ে, 'কার্ল মার্কস' শিরোনামে, প্রথম রচনা প্রকাশিত হয় ১৯২৫ সালে *লাঙ্গল* পত্রিকায়, লেখেন দেবব্রত বসু। এরপর একইবছর 'কার্ল মার্কস এর শিক্ষা' শিরোনামে আরেকটি রচনা লেখেন কুতুব উদ্দীন আহমদ। সম্ভবত ইনিই মার্কসের উপর প্রথম বাঙালি মুসলিম লেখক। ১৮৫৩ সালে ভারত প্রসঙ্গে লেখা মার্কসের একটি চিঠি যা তিনি তখন *নিউইয়র্ক ট্রিবিউন* পত্রিকায় পাঠিয়েছিলেন তার অনুবাদ *লাঙ্গল* পত্রিকায় প্রকাশিত হয় ১৯২৬ সালে এর দ্বাদশ সংখ্যায়।[৩২]

১৯৩১ সালে কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায় (১৯১৯-২০০৩) মার্কসের *ওয়েজ, লেবার অ্যান্ড ক্যাপিটাল* অনুবাদ করেন *ভূতের বেগার* শিরোনামে। অর্থনীতিবিদ ডক্টর নীহার সরকার মার্কসের পুঁজি ও অর্থনীতি চিন্তার সারকথা খুব সহজ ভাষায় প্রকাশ করেন *ছোটদের অর্থনীতি* শিরোনামের ছোট এক পুস্তিকায়। এটি প্রথম প্রকাশিত হয় কলকাতায়, ১৯৪৩ সালে। তারপর থেকে এই পুস্তিকাই বাংলার কমিউনিস্ট আন্দোলনে অন্যতম প্রধান হ্যান্ডবুক-এ পরিণত হয়। ২০০১ সালে ঢাকায় এর ৩২তম মুদ্রণ প্রকাশিত হয়েছে।[৩৩] তিনি *ছোটদের রাজনীতি* নামে আরেকটি ছোট বই লেখেন। সেটিও একইভাবে জনপ্রিয় পাঠতালিকায় স্থান করে নেয়। দশক দশক ধরে এগুলো পুনর্মুদ্রণ হচ্ছে। বাংলাদেশে বিভিন্ন দল, গ্রুপের পাঠচক্রে এই বইগুলোই প্রথম পাঠ্য হিসেবে বিবেচিত হয়।

পাকিস্তানের সামরিক শাসন আমলে যখন বিপ্লবী যেকোনো বই বহন করাও খুবই ঝুঁকিপূর্ণ ছিল সেসময় এধরনের ছোট বই বহন, বিতরণ এবং পাঠচক্রে আলোচনা তুলনামূলকভাবে সহজ ছিল। বাংলাভাষায় একইরকম আরও কিছু বই প্রকাশিত হয়। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের (১৯১৮-১৯৯৩) *যে গল্পের শেষ নেই*। দেবীপ্রসাদ মার্কসীয় দর্শন ও ইতিহাস বিষয়ে বাংলাভাষায় খুবই গুরুত্বপূর্ণ আরও বই লিখেছেন যেগুলো প্রজন্মের পর প্রজন্ম এই শিক্ষা ও চেতনা প্রবাহিত রেখেছে।[৩৪]

---

[৩২]Mirza Hasan, "Karl Marx in Bangladesh," *Daily Star*, 6 May 2018, p. 8।

[৩৩]নীহার কুমার সরকার, *ছোটদের অর্থনীতি*, কলকাতা, পুঁথিঘর, ১৯৪৩।

[৩৪]দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, *যে গল্পের শেষ নেই*, কলকাতা, ১৯৫১। আরও উল্লেযোগ্য বইয়ের মধ্যে আছে *লোকায়ত দর্শন*, *ভারতীয় দর্শন*, *ভারতে বস্তুবাদ প্রসঙ্গে* ইত্যাদি। দেবীপ্রসাদের জীবন ও কাজ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনার জন্য দেখুন, বিরঞ্জন রায়, *শতবর্ষে দেবীপ্রসাদ*, সংহতি, ঢাকা, ২০২০।

মার্কসীয় দর্শন ও ইতিহাস বিষয়ে বই রচনায় আরেকজনের নামও এখানে উল্লেখ করা দরকার আর তিনি হলেন রাহুল সাংকৃত্যায়ন (১৮৯৩-১৯৬৩)। বাংলায় তাঁর অনেক বই অনূদিত হয়ে অসংখ্য মানুষকে এসব বিষয়ে শিক্ষিত করেছে। তাঁর বিখ্যাত বইগুলোর মধ্যে আছে *ভোলগা থেকে গঙ্গা*, *রামরাজ্য ও মার্কসবাদ*, *মানব সমাজ* ইত্যাদি। অমল দাশগুপ্ত রচিত বইগুলোও বহুল পঠিত, এগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো *মানুষের ঠিকানা*, *পৃথিবীর ঠিকানা*, *লেনিন*, *কার্ল মার্কস*, *প্রাণের ইতিবৃত্ত* ইত্যাদি। রেবতী মোহন বর্মণ (১৯০৩-১৯৫২) রচিত বইও একইভাবে প্রভাব বিস্তার করেছে মার্কসীয় চেতনা বিস্তারে। রেবতী বর্মণ তাঁর প্রথম জীবনে শ্রীসংঘ নামে এক সংগঠনের সদস্য ছিলেন যা ব্রিটিশ সরকার সন্ত্রাসী সংগঠন হিসেবে চিহ্নিত করেছিল। ১৯৩০ সালে কলকাতায় ব্রিটিশ পুলিশ কমিশনারের উপর সশস্ত্র আক্রমণের অপরাধে তিনি গ্রেপ্তার হন। জেলখানায় তিনি মার্কস ও লেনিনের লেখালেখির সাথে পরিচিত হন। আট বছর জেলে থাকার পর তিনি মুক্তি পান ১৯৩৮ সালের ২১ জুলাই। ততদিনে তিনি নিশ্চিত হয়েছেন যে, সমাজের বিপ্লবী রূপান্তরের জন্য মার্কসীয় মতাদর্শই প্রধান অবলম্বন হতে পারে। এরপর তিনি তাঁর সকল শক্তি নিয়োজিত করেন পাঠচক্র গঠন, পরিচালনা এবং মার্কসীয় সাহিত্য অনুবাদে। মুজফফর আহমদের কথায়, 'তিনি গভীরভাবে উপলব্ধি করলেন যে, যদি আমরা আমাদের নিজের ভাষায় মার্কসীয় সাহিত্য সৃষ্টি না করি তাহলে গণমানুষের কাছে এই মতাদর্শ পৌঁছাতে পারবে না।[৩৫]

রেবতী বর্মণ রচিত বাংলা বইগুলো মার্কস এবং সমাজতান্ত্রিক ধ্যানধারণা বুঝতে বাম কর্মীদের ওপর সুদূরপ্রসারী প্রভাব রাখে। তিনি ১৯৩৮ সালে *মার্কস প্রবেশিকা* এবং পুঁজির সারসংক্ষেপ প্রকাশ করেন। তিনি ১৯৩৯ সালে *Marxist View of Capital* শিরোনামে মার্কসের *পুঁজির* একটি সংক্ষিপ্তসারও রচনা করেন। তাঁর সবচেয়ে বেশি পঠিত বই হলো ১৯৫২ সালে প্রকাশিত *সমাজ ও সভ্যতার ক্রমবিকাশ*। এছাড়া তাঁর *সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি* নামের একটি বইও গুরুত্বপূর্ণ।

তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে কমিউনিস্ট পার্টি সংগঠক অনিল মুখার্জি (১৯১২-১৯৮২) এধরনের রচনায় উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছেন। তিনিও প্রথম জীবনে ব্রিটিশবিরোধী সশস্ত্র আন্দোলনে আটক থাকার পর মুক্তি পেয়ে কমিউনিস্ট আন্দোলনে যোগদান করেন। নিজের

[৩৫]মুজফফর আহমদ, 'ভূমিকা', রেবতী মোহন বর্মণ, *সমাজ ও সভ্যতার ক্রমবিকাশ*, কলকাতা, ন্যাশনাল বুক এজেন্সী, ১৯৫২।

কাজের মধ্য দিয়ে ১৯৬৮ সালে তিনি পূর্ব পাকিস্তানের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটিতে অন্তর্ভুক্ত হন। শ্রমিক আন্দোলনে তিনি খুবই ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। তাঁর লেখা বই *শ্রমিক আন্দোলনে হাতে খড়ি* (৫ম সংস্করণ ২০১১) এদেশের শ্রমিক আন্দোলনে হ্যান্ডবুক হিসেবে পঠিত হয়েছে। তাঁর আরেকটি উল্লেখযোগ্য বই হলো *সাম্যবাদের ভূমিকা* (৪র্থ সংস্করণ ২০১১)। এই বইগুলো এখন দুষ্প্রাপ্য।

৮। ক্যাপিটাল বা পুঁজি অনুবাদ

মার্কসের ক্যাপিটাল গ্রন্থের প্রথম পূর্ণাঙ্গ বাংলা অনুবাদ প্রকাশ শুরু হয় ১৯৭৪ সালে কলকাতায়।[৩৬] এই বছর এর প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয়। পুরো কাজ শেষ হয় পরের দুই দশক ধরে। এই অনুবাদ গ্রন্থের প্রকাশক ছিলেন আখতার হোসেন (১৯২৯-১৯৯৪), তাঁর ছোট প্রকাশনা সংস্থার নাম ছিল বাণী প্রকাশ। অনুবাদক ছিলেন অর্থশাস্ত্রের অধ্যাপক এবং অতিঅল্প বয়স থেকে কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য পীযূষ দাশগুপ্ত (১৯২৩-১৯৯৫)। পীযূষ জন্মগ্রহণ করেন ফরিদপুরে, ভারতভাগের পর উদ্ভূত সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতিতে তিনি পশ্চিমবঙ্গে শরণার্থী হন। ১৯৬৭ সালে কমিউনিস্ট পার্টি মস্কো-পিকিং বিতর্কে ভাগ হয়ে গেলে তিনি নির্বাচনপন্থা প্রত্যাখ্যান করে নক্সাল ধারায় যোগ দেন।[৩৭]

পীযূষ তাঁর অনুদিত গ্রন্থের ভূমিকায় লিখেছেন কম বয়স থেকে অনুবাদের প্রশিক্ষণ তিনি পেয়েছেন তাঁর বাবার কাছ থেকে। তরুণ বয়সে মুজফফর আহমদ তাঁকে পার্টি প্রকাশনা সংস্থায় মার্কসীয় সাহিত্য অনুবাদের সুযোগ দেন। এক পর্যায়ে তাঁর অনুপ্রেরণাতেই পীযূষ ক্যাপিটাল অনুবাদ শুরু করেন।[৩৮] তিনি লিখেছেন,

> *'প্রসঙ্গত মনে পড়ে আরো তিন জনের কথা, ছ'য়ের দশকের শেষাশেষি যাঁরা এই গ্রন্থের প্রথম খন্ডের অনুবাদ সম্পূর্ণ করেছিলেন- প্রয়াত ভবানী সেন, প্রয়াত পাঁচুগোপাল ভাদুড়ী এবং শ্রী সোমনাথ লাহিড়ী। তাঁদের অনূদিত এবং আমার সম্পাদিত সেই প্রথম খন্ডটি মস্কো থেকে প্রকাশিত হবার কথা ছিল। কেন হয়নি, জানি না।'*[৩৯]

---

[৩৬]মূল যে সংস্করণ থেকে বাংলা অনুবাদ করা হয়েছে সেটি হলো প্রগতি প্রকাশন (১৯৬৫) থেকে প্রকাশিত ফ্রেডরিখ এঙ্গেলস সম্পাদিত এবং স্যামুয়েল ম্যুর ও এডওয়ার্ড এভলিং কর্তৃক ইংরেজীতে অনুদিত *Capital*-*এর* তৃতীয় জার্মান সংস্করণ।

[৩৭]Rajarshi Dasgupta, "*Capital* in Bangla: Postcolonial Translations of Marx," paper presented in a conference titled *Capital in the East,* Kolkata, 30-31 January 2018.

[৩৮]পীযূষ দাশগুপ্ত, 'ভূমিকা,' কার্ল মার্কস ক্যাপিটাল ১ম খণ্ড (বাংলা অনুবাদ), কলকাতা, বাণীপ্রকাশ, ২য় সংস্করণ, ১৯৮৩, পৃ. ২১-২২।

[৩৯]পীযূষ দাশগুপ্ত, পূর্বোক্ত, পৃ.২২।

পীযূষ দাশগুপ্ত নতুনভাবে যে অনুবাদ করেন তার প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয় ১৯৭৪ সালে। এর প্রকাশক পাওয়া সহজ ছিল না, ছোট প্রকাশনা সংস্থা বাণীপ্রকাশ সেই ঝুঁকি গ্রহণ করে। এই খণ্ডের পরিমার্জিত দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৯৮৩ সালে, তৃতীয় সংস্করণ ১৯৮৬ সালে এবং চতুর্থ সংস্করণ ২০০৯ সালে। কিন্তু এই অনুবাদ বাঙালি সমাজে সেভাবে পরিচিত হয়নি। গবেষক রাজশ্রী দাশগুপ্ত সঠিকভাবেই বিষয়টি লক্ষ করেছেন যে,

> *'এই অসাধারণ অনুবাদ চার সংস্করণ প্রকাশিত হলেও এটি বৃহত্তর বামপন্থী মহলের মনোযোগ সেভাবে আকর্ষণ করতে পারেনি।'*[৪০]

মার্কসের পুঁজি বিশ্বের বহু দেশে বহু ভাষায় অনূদিত হয়েছে। তবে কী কারণে বাংলা অনুবাদে এতো বিলম্ব হলো এবং যাও বা হলো তা সেভাবে মনোযোগ আকর্ষণ করতে পারলো না কেন? এর সম্ভাব্য বিভিন্ন কারণ থাকতে পারে। প্রথমত, কমিউনিস্ট পার্টি সংগঠক ও সম্পর্কিত বুদ্ধিজীবীরা প্রায় সকলেই এসেছেন উচ্চবিত্ত ও মধ্যবিত্ত সমাজ থেকে। প্রায় সকলেরই ইংরেজিতে দখল ভালো। সেজন্য তাঁদের মধ্যে যারা চেয়েছেন তারা ইংরেজি ভাষার *ক্যাপিটাল*ই পড়েছেন। অন্যদিকে যেহেতু কৃষক ও শ্রমিকদের সাক্ষরতার হার ছিল খুবই কম সেহেতু লিখিত বইপত্রের চাইতে মৌখিক আলোচনাই বেশি কার্যকর ছিল। সেজন্য পার্টি সংগঠকদের মধ্যে মার্কসের বড়কাজগুলো অনুবাদের জন্য জোর তাগিদ তৈরি হয়নি।

দ্বিতীয়ত, প্রথম থেকেই বাম বিপ্লবী কর্মী সংগঠকেরা গুরুতর নজরদারি ও হামলা হুমকির মধ্যে কাজ করছিলেন। পাকিস্তান আমলে এই অবস্থার উন্নতি হয়নি, বরং বামপন্থী কমিউনিস্ট ভাবাপন্ন ব্যক্তি ও দলের উপর চাপ আরও বেড়েছিল। সামরিক শাসনের অধীনে থাকার কারণে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে নিপীড়ন ব্যবস্থা ব্যাপক আকার নিয়েছিল। ব্রিটিশ আমলেও বহুদিন এবং পাকিস্তান আমলের প্রায় পুরোটা সময় কমিউনিস্ট পার্টি নিষিদ্ধ ছিল। হাজার হাজার কর্মী জেলবন্দী ছিলেন পাকিস্তান আমলেও। ১৯৬০ দশকে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে দমন-পীড়ন ছিল ভয়াবহ। এমনকি মার্কস লেনিন সম্পর্কিত বই, কাগজপত্র বহন করাও ছিল ঝুঁকিপূর্ণ। এই সময়ে এধরনের বই বা প্রচারপত্র বহনের জন্য অনেককেই জেল খাটতে হয়েছে।[৪১]

---

[৪০] ঐ।

[৪১] বিপ্লবী পার্টির লিফলেট বহনের অপরাধে দীর্ঘদিন জেলে ছিলেন প্রকৌশলী শেখ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ। ১৯৬০ দশক, মুক্তিযুদ্ধ এবং '৭১ পরবর্তী বাংলাদেশ নিয়ে আরও আলোচনার জন্য দেখুন, আনু মুহাম্মদ, *বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ, সাম্রাজ্যবাদ ও ভারত প্রশ্ন*, ঢাকা, নবরাগ, ২০১৪।

তৎসত্ত্বেও বিপ্লবীরা এসব বইপত্র বিতরণ ও অধ্যয়নের নানা বিকল্প পথ বের করেছিলেন। কখনও কখনও সংগঠকেরা নিজেরা পার্টি গ্রুপে বা পাঠচক্রে আলোচনার জন্য নির্বাচিত অংশ অনুবাদ করে কর্মীদের সামনে উপস্থিত করেছেন। পার্টি সংগঠকেরা সেজন্য ছোট আকারের বই বহন করা বা নোটবুকে কপি করা সুবিধাজনক মনে করতেন। একজন প্রবীণ কমিউনিস্ট নেতা সেই সময়ে মার্কস অধ্যয়নের অভিজ্ঞতা স্মরণ করে বলেছেন,

> *'মার্কসীয় বইপত্র নিয়ে চলাফেরার জো ছিল না, খুবই বিপজ্জনক ব্যাপার ছিল। প্রায়ই আমাদের নেতারা নোটবুকে ক্যাপিটাল বা কোনো বইএর অংশবিশেষ টুকে নিয়ে এসে আমাদের পাঠচক্রে আলোচনা করতেন। আমরাও দায়িত্বপ্রাপ্ত হলে অন্যান্য গ্রুপে এভাবেই বইপত্র আলোচনা করতাম।'*[৪২]

এতোসব বাধা, দমন-পীড়ন, নজরদারি সত্ত্বেও ১৯৬০ দশক জুড়ে পূর্ব পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টি এবং তার সহযোগী শ্রমিক-কৃষক-ছাত্র গণ সংগঠনগুলো ক্রমেই বিস্তৃত ও শক্তিশালী হচ্ছিল। এই ধারা বড় এবং স্থায়ী ধাক্কা খায় মস্কো-পিকিং বিরোধের মধ্য দিয়ে পার্টি প্রথমে দুইভাগে বিভক্ত এবং ক্রমে বহুধাবিভক্ত হবার ফলে। প্রথমে মস্কো এবং পরে মস্কো ও পিকিং এর উপর অর্থাৎ যথাক্রমে সোভিয়েত ও চীনা কমিউনিস্ট পার্টি ও সরকারের উপর দেশের বিভিন্ন পার্টি যেভাবে নির্ভরশীল ছিল তার মধ্যে সবচেয়ে ক্ষতিকর ছিল বুদ্ধিবৃত্তিক ও মতাদর্শিক নির্ভরশীলতা।

সেজন্য আরেকটি কারণও উল্লেখ করা যায়,

তৃতীয়ত, মস্কো ও পিকিং-এর পার্টি লাইন অনুযায়ী এখানে পার্টিগুলোর রণনীতি রণকৌশল এবং কর্মসূচি নির্ধারিত হতো। তার ফলে কোনো স্বাধীন চিন্তা, বিশ্লেষণ বা মতামত যৌক্তিক বা শক্তিশালী হলেও পার্টি লাইনের সাথে না মিললে তা নিরুৎসাহিত করা হতো। নিরাপদ অবস্থানে থাকার জন্য পার্টি প্রক্রিয়া মস্কো বা পিকিং থেকে আসা বইপত্র, সাময়িকী, পত্রিকা ইত্যাদির ওপরই নির্ভর করতো। এটাও একটা বড় কারণ অনুবাদ বা নিজেদের বইপত্র প্রকাশনায় শৈথিল্য বা অমনোযোগের।

১৯৭১ সালের সেপ্টেম্বর মাস থেকে সোভিয়েত ইউনিয়ন বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে যে সমর্থন দেয় তা বাংলাদেশের স্বাধীনতার জন্য ছিল একটি নির্ধারক ঘটনা। স্বাধীনতার পর

---

[৪২] ইউনাইটেড কমিউনিস্ট লীগের নেতা রণজিৎ চট্টোপাধ্যায় (১৯৪৪-) এর সঙ্গে আলোচনা, ঢাকা, ২০ জুলাই ২০১৮।

তাই মস্কোর সাথে সম্পর্ক ছিল খুব ঘনিষ্ঠ। একারণে মার্কসীয় সাহিত্য পাঠে দেশবাসীর আগের মতো বাধাবিঘ্নের মধ্যে পড়তে হয়নি। ১৯৭২ সাল থেকে সোভিয়েত ইউনিয়নের মার্কস-এঙ্গেলস ইনস্টিটিউট এবং প্রগতি প্রকাশন থেকে বহুরকম বইপত্র পাঠানো হতো এবং সেগুলো এদেশে সুলভে বিক্রি হতো। তাছাড়া এসব প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গের বেশ কয়েকজন লেখককে নিয়োগ করেছিলেন প্রগতি প্রকাশনের সঙ্গে যুক্ত থেকে মার্কস-এঙ্গেলস ও লেনিনের বইসহ বিভিন্ন বইপত্র অনুবাদ করতে। এভাবে মার্কস-এঙ্গেলস ও লেনিনসহ সোভিয়েত পার্টি অনুমোদিত বহু বই বাংলায় অনুবাদ হয় এবং বাঙালি পাঠকদের জন্য সহজপ্রাপ্য হয়। *পুঁজি* ছাড়াও মার্কস-এঙ্গেলসের *নির্বাচিত রচনাবলী* ১২ খণ্ডে বাংলায় অনুবাদ হয়ে আসে। প্রগতি প্রকাশনে যারা বিভিন্ন বই অনুবাদে যুক্ত ছিলেন সেই অনুবাদকদের মধ্যে যাদের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য তাঁরা হলেন, ননী ভৌমিক (১৯২১-১৯৯৬), দ্বিজেন শর্মা (১৯২৯-২০১৭) এবং হায়াৎ মামুদ (১৯৩৯-)।[৪৩]

প্রগতি প্রকাশন থেকে মার্কসের *পুঁজি* ১ম, ২য় ও ৩য় খণ্ড অনুবাদ প্রকাশিত হয় ১৯৮৮ ও ১৯৮৯ সালে এবং দ্রুতই তা ঢাকায় সুলভ হয়। এই খণ্ডগুলোর অনুবাদকের নাম জানা যায়নি, তবে সম্পাদক হিসেবে নাম আছে প্রফুল্ল রায়। এই খণ্ডগুলো প্রকাশের কিছুদিনের মধ্যেই সোভিয়েত ইউনিয়নের পতন ঘটে। এধরনের অনুবাদ ও প্রকাশনার কাজও বন্ধ হয়ে যায়।

অন্যদিকে ১৯৬০ দশকের শুরু থেকে চীনা কমিউনিস্ট পার্টি এবং সরকারও তাদের বিভিন্ন প্রকাশনা বাংলাদেশসহ বিভিন্ন দেশে পাঠাতে শুরু করে, যেগুলো বেশ সুলভে ঢাকাতেও বিক্রি হতো। ১৯৭০ দশক থেকে তারা বাংলা অনুবাদও শুরু করে। মার্কস-এঙ্গেলসের *নির্বাচিত রচনাবলী*, *কমিউনিস্ট ইশতেহার*, *মজুরি শ্রম পুঁজি*সহ মার্কস, এঙ্গেলস, লেনিন, স্ট্যালিন এবং মাও সে-তুং এর বিভিন্ন বই অনূদিত হতে থাকে। বিভিন্ন ভাষায় মার্কসীয় ধারার বিভিন্ন বই অনুবাদের দায়িত্ব ছিল যে প্রতিষ্ঠানের ওপর তার নাম 'ফরেন ল্যাঙ্গুয়েজ পাবলিশিং হাউজ'। এই প্রতিষ্ঠান অনুবাদের জন্য বাংলাদেশ থেকে যাদেরকে নিয়ে গিয়েছিল তাঁদের মধ্যে কবি সাযযাদ কাদির (১৯৪৮-২০১৭) এবং সাংবাদিক মাহফুজ উল্লাহ (১৯৫০-২০১৯) অন্যতম। তবে চীনেও রাজনীতি, অর্থনীতিতে বড় পরিবর্তন শুরু হয় ১৯৮০ দশক থেকে। এই দশকের মাঝামাঝি থেকে বিভিন্ন বইপত্র প্রেরণ, বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদ কার্যক্রম কার্যত বন্ধ হয়ে যায়।

[৪৩]বাংলাদেশের অনুবাদকদের অভিজ্ঞতার জন্য দেখুন, দ্বিজেন শর্মা, *জীবনস্মৃতি*, ঢাকা, কথাপ্রকাশ, ২০১৮।

আমরা যদি বর্তমান বাংলাদেশের ('৭১-পূর্ব এবং '৭১-উত্তর) কথা বিবেচনা করি তাহলে বলতে হবে যে, এখন পর্যন্ত এখানে মার্কসের *পুঁজি*-এর পূর্ণাঙ্গ অনুবাদ সম্পন্ন হয়নি। বর্তমান লেখক এই কাজ শুরু করেছেন মাত্র ২০১৪ সালে, প্রথম খণ্ড অনুবাদ সমাপ্ত হয়েছে। দ্বিতীয় খণ্ডও প্রায় শেষের পথে। হয়তো ২০২৩ সালের মধ্যে গ্রন্থাকারে এর প্রকাশ সম্ভব হবে।[৪৪]

৯। বাংলায় মার্কসের লেখার অনুবাদ ও নানাভাষ্য

মস্কো বা পিকিং থেকে আনা বাংলা বই ছাড়াও বাংলাদেশে *পুঁজি* গ্রন্থ অনুসরণ করে বেশ কিছু বই এবং সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয়ের ওপর ছোটবড় বই লিখিত ও প্রকাশিত হয়। ১৯৭০ দশকের প্রথম দিকে কমিউনিস্ট আন্দোলনের তরুণ নেতা হায়দর আকবর খান রনো (১৯৪২-) প্রকাশ করেন *মার্কসীয় অর্থনীতি*।[৪৫] ১৯৮০ দশক ছিল জেনারেল এরশাদ নেতৃত্বাধীন সামরিক শাসনের দশক (১৯৮২-১৯৯০)। কিন্তু পুরো এই দশক জুড়েই দেশব্যাপী প্রতিরোধ আন্দোলন ছিল অত্যন্ত শক্তিশালী। এই প্রতিরোধ আন্দোলনের মধ্যে বিপ্লবী তত্ত্বচর্চা ও সাংগঠনিক তৎপরতারও ক্ষেত্র তৈরি হয়। দেশের বিভিন্ন প্রান্তে, বিশেষত বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজ কেন্দ্রিক অসংখ্য পাঠচক্র গড়ে ওঠে। প্রকাশিত হয় বহু সাময়িকী, লিটল ম্যাগাজিন যার অনেকগুলোতেই মার্কসীয় রচনা বা অনুবাদ নিয়মিত প্রকাশিত হতে থাকে। এসব সাময়িকীর মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য *সংস্কৃতি* ও *প্রাক্সিস জর্নাল*।[৪৬] *সংস্কৃতি*

---

[৪৪]*নতুন দিগন্ত* সম্পাদনা করেন অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী (১৯৩৬-)। বাংলাদেশের শীর্ষস্থানীয় মার্কসবাদী বুদ্ধিজীবী হিসেবে পরিচিত অধ্যাপক চৌধুরী বিপ্লবী চিন্তাচেতনায় ইতিহাস, সমাজ, সাহিত্য নিয়ে কয়েক দশক ধরে বিশ্লেষণী লেখা লিখছেন। তাঁর সম্পাদিত ত্রৈমাসিক পত্রিকা *নতুন দিগন্ত* প্রকাশ শুরু হয় ২০০২ সালে। এই পত্রিকায় আমার *পুঁজি* অনুবাদ প্রকাশ শুরু হয় ২০১৪ সালে।

[৪৫]হায়দর আকবর খান রনো, *মার্কসীয় অর্থনীতি*, ঢাকা, বাংলাদেশের লেনিনবাদী পার্টি, ঢাকা, ১৯৭৩।

[৪৬]*সংস্কৃতি* প্রকাশ শুরু হয় ১৯৭৪ সালে মাসিক সাময়িকী হিসেবে। বাংলাদেশের শীর্ষস্থানীয় মার্কসবাদী তাত্ত্বিক ও রাজনীতিক বদরুদ্দীন উমর এর সম্পাদক। বাংলাদেশে মার্কসীয় দর্শন ও মার্কসীয় দৃষ্টিতে সমাজ রাজনীতি বিশ্লেষণ করে তিনি বহু গ্রন্থ রচনা করেছেন। ১৯৭৫ সালের শুরুতে সরকার যখন চারটি দৈনিক বাদে সকল প্রকাশনা নিষিদ্ধ করে তখন *সংস্কৃতি* বন্ধ হয়ে যায়। পরে আবার ১৯৮১ সালে এই পত্রিকার পুনঃপ্রকাশ শুরু হয়। বদরুদ্দীন উমর এটির সম্পাদকের দায়িত্ব অব্যাহত রাখেন। এই পর্যায়ে আমি নির্বাহী সম্পাদকের দায়িত্ব গ্রহণ করি, ১৯৯৯ সাল পর্যন্ত আমি এই দায়িত্ব পালন করি। এই সাময়িকী এখনও প্রকাশিত হচ্ছে, যেখানে নিয়মিত মার্কসীয় দৃষ্টিতে লেখা রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক প্রবন্ধ এবং অনুবাদ প্রকাশিত হয়। ১৯৮০ দশকে *প্রাক্সিস জর্নাল* সম্পাদনা করতেন সলিমুল্লাহ খান। আমি ২০০২ সাল থেকে ২০০৪ সাল পর্যন্ত সম্পাদনা করি সমাজ রাষ্ট্রনীতি বিষয়ক বিশ্লেষণী লেখার ত্রৈমাসিক সাময়িকী *নতুন পাঠ* এবং ২০১৪ থেকে সম্পাদনা করছি *সর্বজনকথা*।

পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয় অধ্যাপক আখলাকুর রহমানের লেখা *মার্কসীয় অর্থনীতি*, বস্তুত যা ছিল *পুঁজিরই* সংক্ষিপ্ত রূপ। ১৯৮৬ সালে এটি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় 'সংস্কৃতি প্রকাশনী' থেকে। এর পুনর্মুদ্রণ হয় ২০০৭ সালে।[৪৭] *সংস্কৃতি* পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে আরও প্রকাশিত হয় এঙ্গেলস-এর *এ্যান্টি ডুরিং*; এর দর্শন অংশ অনুবাদ করেন সরদার ফজলুল করিম, অর্থনীতি অংশ অনুবাদ করেন বর্তমান লেখক। এর সমাজতন্ত্র অংশ অন্যত্র অনুবাদ ও প্রকাশ করেন কাজল বন্দ্যোপাধ্যায়। একই সময়ে বিপ্লবী নেতা আলাউদ্দীন আহমদ (১৯৩০-২০০৩) অনুবাদ করেন কার্ল মার্কসের *Poverty of Philosophy*। ১৯৮৭ সালে এই অনুবাদ প্রকাশিত হয় *দর্শনের দারিদ্র্য* নামে।[৪৮] সমাজবিজ্ঞানী আবু মাহমুদ (১৯২৫-১৯৮৮) মার্কসীয় দর্শন ও অর্থনীতি নিয়ে অন্যান্য গ্রন্থের সাথে একটি বৃহদাকার গ্রন্থ রচনা করেন এই সময়ে। ১৯৮৪ সালে তা প্রকাশিত হয় *মার্কসীয় বিশ্ববীক্ষা* নামে। ২০১৯ সালে তার দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে।[৪৯] কবি ফরহাদ মজহার কার্ল মার্কসের *A Contribution to the Critique of Political Economy*-এর অনুবাদ *অর্থশাস্ত্রের বিচার প্রসঙ্গে* প্রকাশ করেন ১৯৮২ সালে। ১৯৮০ ও ১৯৯০ দশকে মার্কস ও লেনিনের বিভিন্ন রচনা নিয়মিতভাবে অনুবাদ করেন আনোয়ার হোসেন (১৯৪৫-২০২১)। আবদুল মালেক এখনও মার্কসীয় বিভিন্ন গ্রন্থ অনুবাদ করে যাচ্ছেন। তরুণ প্রজন্মের মধ্যে মার্কসীয় সাহিত্য অনুবাদে সক্রিয় জাভেদ হুসেন ১৯৯০ দশক থেকেই এই কাজ করছেন। তাঁর কাজগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য মার্কসের *অর্থনৈতিক ও দার্শনিক পাণ্ডুলিপি ১৮৪৪ (Economic and Philosophic Manuscripts of 1844)* এবং *ইহুদী প্রশ্নে* (*On The Jewish Question*)। গল্পকার জাকির তালুকদার মার্কসের সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখেছেন। আলতাফ পারভেজ লেনিন, আলথুসারসহ মার্কসীয় সাহিত্যের অনুবাদ ও সারসংকলন করে লিখছেন।

বিপ্লবী চিন্তাচেতনা প্রসারে বাংলাদেশে সাংস্কৃতিক সংগঠনগুলোরও চেষ্টা দেখা যায়। এক্ষেত্রে দীর্ঘদিন ধরে কাজ করছে বাঙলাদেশ লেখক শিবির, উদীচী, স্বদেশ চিন্তা সঙ্ঘ

---

[৪৭]আখলাকুর রহমান, *মার্কসীয় অর্থনীতি*, ঢাকা, সংস্কৃতি প্রকাশনী, ১৯৮৬, ২য় সংস্করণ, জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন, ২০০৭।

[৪৮]এটি সংকলিত হয়েছে *কমরেড আলাউদ্দীন সমগ্রতে*, সংকলন ও সম্পাদনা করেছেন আফরোজা অদিতি, অ্যাডর্ন পাবলিকেশন, ২০১৬, পৃ. ১৬১-৩৪৭।

[৪৯]ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের প্রাক্তন শিক্ষক ডক্টর আবু মাহমুদ ঢাকায় ১৯৭০ দশকের শেষ ও ১৯৮০ দশকের শুরুর দিকে পুঁজি এবং মার্কসীয় দর্শনের বিভিন্ন দিক নিয়ে অনেক পাঠচক্র করেছেন। এই বইটি তারই ধারাবাহিকতায় লেখা।

এবং উন্মেষ। চারণ সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী, বিবর্তন, ধাবমান, গণসংস্কৃতি ফ্রন্ট, সমগীত, বটতলাসহ আরও বহু সংগঠনও এসব ক্ষেত্রে অবদান রেখে যাচ্ছে। এসব প্রতিষ্ঠানের প্রকাশনা, গান, নাটক, আলোচনা সভা, ওয়ার্কশপ ইত্যাদির মাধ্যমে মার্কসীয় তত্ত্ব ও বিপ্লবী চিন্তা চলতি ভাষা পায়। এটা খুবই ঠিক যে, 'বাংলাদেশে বহু সাংস্কৃতিক তৎপরতা ও সৃষ্টিশীলতা মার্কস থেকেই অনুপ্রেরণা পেয়েছে। গান, নাচ, নাটক থেকে চিত্রকলা, ছবি, ভাস্কর্য এর অন্তর্ভুক্ত। পোস্টার, লিফলেট, ব্যানার, দেয়াল চিত্র, মিছিলের শ্লোগান সর্বত্রই মার্কসের উপস্থিতি পাওয়া যায়।'[৫০] ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক আহমদ শরীফ (১৯২১-১৯৯৯) নিয়মিত পাঠচক্র ও লেখালেখির মাধ্যমে প্রতিবাদী ও অনুসন্ধানী চিন্তা চর্চায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন।[৫১] মার্কসীয় ধারার রাজনৈতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক চর্চার সাথে তিনি ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। জীবনের শেষ পর্যায়ে তিনি গঠন করেছিলেন 'সমাজতান্ত্রিক বুদ্ধিজীবী সঙ্ঘ'। এর ধারাবাহিকতা রক্ষা করে চলেছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরও দুজন শিক্ষক সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী (১৯৩৬-) এবং আবুল কাশেম ফজলুল হক (১৯৪৪-)। মাহবুবুল মোকাদ্দেম আকাশ (১৯৫৫-) কমিউনিস্ট পার্টিসহ বিভিন্ন ফোরামে *পুঁজি*সহ মার্কসীয় সাহিত্য নিয়ে পাঠচক্র আলোচনা ও লেখালেখি করছেন। ব্যাখ্যা বিশ্লেষণে পার্থক্য থাকলেও, গত কয় দশকে দেশের বিভিন্ন শহরে/বিশ্ববিদ্যালয়ে মার্কসের চিন্তা, রচনা ও বিষয়বস্তু নিয়ে লেখালেখি, অনুবাদ, আলোচনা ও গবেষণায় কমবেশি সক্রিয় দেখা যায় আরও বেশ কয়েকজন লেখক শিক্ষককে। তাঁদের মধ্যে আছেন সরদার ফজলুল করিম, যতীন সরকার, অজয় রায়, শহিদুল ইসলাম, সনৎ কুমার সাহা, নূর মোহাম্মদ, আসহাবউদ্দীন আহমদ, আবদুল মতিন খান, রেহনুমা আহমেদ, আজফার হোসেন, সলিমুল্লাহ খান, মইনুল ইসলাম, আবু আবদুল্লাহ, মাহবুব উল্লাহ, অনুপম সেন, আতিউর রহমান, আবুল বারকাত, হারুণ রশিদ, মির্জা হাসান, বিনায়ক সেন প্রমুখ। অর্থনীতিবিদসহ বিদ্বৎসমাজের একটি বড় অংশের মধ্যে ১৯৮০ দশক পর্যন্ত মার্কসীয় বিশ্লেষণ পদ্ধতি নিয়ে বিশেষ আগ্রহ দেখা গেছে। কিন্তু সোভিয়েত ইউনিয়নের পতন এবং নব্য উদারতাবাদী প্রবাহ শক্তিশালী হওয়ায় শ্রেণীগত টানে তাদের কেউ কেউ পুঁজির কর্তৃত্বে ফেরত গেছেন।

---

[৫০]Farooque Chowdhury, "Confusion in Finding Marx in Bangladesh," *New Age,* (Dhaka), 6 June, 2018.

[৫১]আহমদ শরীফ ইতিহাস, সাহিত্য, রাজনীতি, সংস্কৃতি নিয়ে বিশাল রচনা সম্ভার রেখে গেছেন। ২০১৬ সালে আগামী প্রকাশনী ১০ খণ্ডে তাঁর রচনাবলি প্রকাশ করেছে।

১৯৯০ দশকে বাংলাদেশে সহজ ভাষায় সমাজ বিপ্লবের চিন্তা, মার্কসীয় দর্শন উপস্থাপন করার চেষ্টা অব্যাহত ছিল। এর মধ্যে দুটো পুস্তিকা উল্লেখযোগ্য। এগুলো হলো বদরুদ্দীন উমর লিখিত *মুক্তি কোন পথে* এবং বর্তমান লেখক রচিত *মানুষের সমাজ*।[৫২] ২০০৯ সাল থেকে মার্কসের রচনাবলি নিয়ে কয়েক বছর সেমিনার ও ওয়ার্কশপ আয়োজন করে বাঙলার পাঠশালা। ২০১১-১২ সালে বর্তমান লেখক বছরব্যাপী *পুঁজি* গ্রন্থের ওপর একটি কর্মশালা পরিচালনা করেন। পরে এর সারসংক্ষেপ নিয়ে একটি সিডি সংস্করণ প্রকাশিত হয়।

গত কয়েক বছরে মার্কসসহ বিপ্লবী চিন্তা ও দর্শন নিয়ে নতুনভাবে মনোযোগ বেড়েছে। দলের বাইরেও তরুণদের মধ্যে নতুন করে *পুঁজি* পাঠচক্র গঠন, *পুঁজি*সহ মার্কসীয় সাহিত্য বিষয়ে আগ্রহ বৃদ্ধির খবর পাওয়া যাচ্ছে। 'প্রগতি প্রকাশন' ১৯৮০ দশকে পুঁজির যে অনুবাদ প্রকাশ করেছিল তা পুনরায় প্রকাশ করে ঢাকার 'সংঘ প্রকাশন'। বহু পুরনো গুরুত্বপূর্ণ বই পুনর্মুদ্রণ করছে 'সংঘ প্রকাশন' এবং 'বিপ্লবীদের কথা' সহ বিভিন্ন প্রকাশনী সংস্থা।[৫৩]

১০। উপসংহার

মানুষের মুক্তির সংগ্রামের পথ ও পদ্ধতি, চিন্তা ও দর্শন অনুসন্ধানে অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও মার্কস বারবার ফিরে ফিরে এসেছেন। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক আমল শেষ হবার আগ পর্যন্ত মার্কসীয় বইপত্র পাওয়া খুব সহজ ছিল না, এসব বইপত্র পাঠ ও বহন ঝুঁকিপূর্ণও ছিল। ভারত ও পাকিস্তান স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে আবির্ভূত হবার পরও বহু অঞ্চলে এসব বই প্রাপ্তি ও অধ্যয়ন খুব কঠিন বিষয় ছিল। আরও কঠিন ছিল মাতৃভাষায় এসব লেখা পাওয়া। ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর বাংলাদেশ ১৯৭১ সাল পর্যন্ত তারই অংশ ছিল, যেখানে মার্কসীয় বইপত্র বহন ও পাঠ কার্যত নিষিদ্ধ ছিল। তারপরও বিপ্লবীরা নানা বিকল্প পথ বের করে তা অধ্যয়নের চেষ্টা করেছেন। আগেই বলেছি, বৈরী পরিস্থিতির মধ্যে তাঁরা ছোট ছোট অংশ অনুবাদ করেছেন, অনুলিপি করেছেন, মুখস্ত করে কর্মীদের সামনে উপস্থিত করেছেন। তাঁরা বেশির ভাগ ক্ষেত্রে মূল বইয়ের উপর ভিত্তি করে লেখা অন্যান্য বইয়ের

---

[৫২]বদরুদ্দীন উমর, *মুক্তি কোন পথে*, ঢাকা, সংস্কৃতি প্রকাশনা, ১৯৯৩। আনু মুহাম্মদ, *আমাদের সমাজ, সমাজ পরিবর্তনের নিয়ম ও সমাজতন্ত্র*, সংস্কৃতি প্রকাশন, ১৯৯১। এটি পরে বর্ধিত আকারে *মানুষের সমাজ* নামে প্রকাশ করে রৌদ্র প্রকাশন, রাজশাহী, ২০০৫ সালে। এর দ্বিতীয় সংস্করণ সংহতি প্রকাশ করে ২০১০ সালে।

[৫৩]যেসব লেখকের বই বা অনুবাদ পুনঃপ্রকাশ করা হচ্ছে তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন নীহার কুমার সরকার, দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, রাহুল সাংকৃত্যায়ন, আখলাকুর রহমান, নূরুল হুদা মির্জা এবং আনোয়ার হোসেন।

উপর নির্ভর করেছেন। পরিস্থিতিসহ বিভিন্ন কারণে *পুঁজি*সহ মূল বইগুলোর অনুবাদ অগ্রাধিকার পায়নি। সন্দেহ নেই, মূল বই অধ্যয়নের এই ঘাটতি এইদেশে সামগ্রিক বিপ্লবী আন্দোলনের বুদ্ধিবৃত্তিক দুর্বলতার একটি অন্যতম কারণ।

বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর মার্কস-লেনিনসহ বিপ্লবী বইপত্র সংগ্রহ, বিতরণ ও অধ্যয়নে দেশের মধ্যে কোনো রাষ্ট্রীয় প্রতিবন্ধকতা ছিল না। কিন্তু ততদিনে বহুভাবে খণ্ড বিখণ্ড হয়ে কিংবা লেজুড়বাদের পথে গিয়ে বিপ্লবী ধারা বিপর্যস্ত। মস্কো বা পিকিং এর নীতি-নির্দেশ বিশ্লেষণই ছিল তখন বিপ্লবীদের অধিকাংশের প্রধান অবলম্বন। ১৯৯০ সালের মধ্যে এই দুই কেন্দ্রই অচল হয়ে যায়। তার ফলে সমাজ রূপান্তরের লড়াইয়ে যুক্ত মানুষদের জন্য নিজেদের স্বাধীন মতাদর্শিক তাত্ত্বিক অবস্থান স্পষ্ট করার কোনো বিকল্প আর থাকেনি। সেজন্য পথ অনুসন্ধান আরও বিস্তৃত হয়, নানা ভুল-ভ্রান্তিও আসতে থাকে, সাথে সৃজনশীলতাও।

পুঁজিবাদী আগ্রাসনে দুনিয়া জুড়ে প্রাণপ্রকৃতি মানবসমাজ যখন যুদ্ধ, বৈষম্য, প্রাণবিনাশী উন্নয়নের চাপে বিপর্যস্ত, যখন তার থেকে মুক্তির জন্য পুঁজিবাদ-উত্তর মানবিক সমাজ সন্ধানে বিপ্লবী আন্দোলন নতুনভাবে নিজেকে পুনর্গঠন করার চেষ্টা করছে তখন বাংলাদেশেও আমরা দেখছি এই অনুসন্ধানের বিভিন্ন মাত্রা, দেখছি মার্কস ও মার্কস-উত্তর বিপ্লবসন্ধানী সাহিত্য অধ্যয়ন ও অনুবাদের নতুন নতুন উদ্যোগ।

তথ্যসূত্র

অদিতি, আফরোজা (সম্পাদিত) (২০১৬): *কমরেড আলাউদ্দীন সমগ্র*, অ্যাডর্ন প্রকাশনী, ঢাকা।

আহমদ, মুজফফর (১৯৭৭): *আমার জীবন ও ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি ১৯২০-১৯২৯*, খান ব্রাদার্স এন্ড কোম্পানি, ঢাকা।

উমর, বদরুদ্দীন (১৯৯৩): *মুক্তি কোন পথে*, সংস্কৃতি প্রকাশন।

চক্রবর্তী, জ্ঞান (১৯৭২): *ঢাকা জেলার কমিউনিস্ট আন্দোলনের অতীত যুগ*, জন সাহিত্য প্রকাশন।

চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র (১৯৯৩): *বঙ্কিম রচনাবলী*, তুলিকলম, কলকাতা।

দাশগুপ্ত, পীযূষ (অনূদিত): *ক্যাপিটাল*, (১ম খন্ড: ১৯৭৪, ২য় খন্ড: ১৯৮১, ৩য় খন্ড: ১৯৯০), বাণী প্রকাশ, কলকাতা।

বর্মণ, রেবতী মোহন (১৯৫২): *সমাজ ও সভ্যতার ক্রমবিকাশ*, ন্যাশনাল বুক এজেন্সী, কলকাতা।

মজহার, ফরহাদ (১৯৮২): *অর্থশাস্ত্রের বিচার প্রসঙ্গে*, উবিনীগ, ঢাকা।

মুহাম্মদ, আনু (২০১৪ -২০১৮): *মার্কসের পুঁজি*, ধারাবাহিক অনুবাদ, *নতুন দিগন্ত* (১ম খণ্ড ২০১৪ থেকে ২০১৭, ২য় খণ্ড ২০১৮ থেকে চলছে), ঢাকা।

মুহাম্মদ, আনু (২০১৯): *মানুষের সমাজ*, রৌদ্র প্রকাশনী, রাজশাহী, ১৯৯১। ২য় সংস্করণ ২য় মুদ্রণ, সংহতি প্রকাশনী, ঢাকা।

মুহাম্মদ, আনু (২০১৪): *বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ, সাম্রাজ্যবাদ ও ভারত প্রশ্ন*, নবরাগ প্রকাশনী, ঢাকা।

রনো, হায়দর আকবর খান (১৯৭৩): *মার্কসীয় অর্থনীতি*, লেনিনবাদী পার্টি বাংলাদেশ প্রকাশনা, ঢাকা।

রফিক, শেখ (সম্পাদনা) (২০১৪): *আন্দামান স্মৃতি*, বিপ্লবীদের কথা, ঢাকা।

রহমান, আখলাকুর (১৯৮৬): *মার্কসীয় অর্থনীতি*। সংস্কৃতি প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৮৬। দ্বিতীয় সংস্করণ- জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০৭।

রায়, খোকা (১৯৮৬): *সংগ্রামের তিন দশক* (১৯৩৮-১৯৬৮), জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী, ঢাকা।

রায়, প্রফুল্ল (সম্পাদিত) (২০১১): *মার্কসের পুঁজি* (১-৩ খন্ড), প্রগ্রেস পাবলিশার্স, মস্কো ১৯৮৮; পুনর্মুদ্রণ সংঘ প্রকাশন (১-৩ খণ্ড), ঢাকা, ২০১১।

রায়, সুপ্রকাশ (১৯৬৬): *ভারতের কৃষক বিদ্রোহ এবং গণতান্ত্রিক সংগ্রাম*, ন্যাশনাল বুক এজেন্সী, কলকাতা।

শর্মা, দ্বিজেন (২০১৮): *জীবনস্মৃতি*, কথাপ্রকাশ, ঢাকা।

সৈয়দ, আবদুল মান্নান (সম্পাদিত) (২০০২): *নির্বাচিত শিখা*, একুশে প্রকাশনী, ঢাকা।

সরকার, নীহার কুমার (১৯৪৩): *ছোটদের অর্থনীতি*, কলকাতা, পুঁথিঘর।

সরকার, শিপ্রা এবং দাশ, অনামিত্র (সম্পাদিত) (২০১১): *বাঙালীর সাম্যবাদ চর্চা*, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা।

হুদা, মুহম্মদ নূরুল এবং নবী, রশিদুন (সম্পাদিত) (১৯৯৭): *নজরুলের প্রবন্ধ সমগ্র*, কবি নজরুল ইনস্টিটিউট, ঢাকা।

হোসেন, সৈয়দ আনোয়ার ও মুনতাসির মামুন (সম্পাদিত) (১৯৮৬): *বাংলাদেশের সশস্ত্র আন্দোলন*, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা।

Chowdhury, F. (2016): "Confusion in Finding Marx in Bangladesh." *New Age* (Dhaka), 6 June.

Chattopadhhyay, S. (2012): *An Early Communist Muzaffar Ahmad in Calcutta 1913-1929.* Kolkata; Tulika Books.

Das, S. K. (1995): *A History of Indian Literature (1911-1956)*. New Delhi: Sahitya Akademi.

Dasgupta, R. (2018): "*Capital* in Bangla: Postcolonial Translations of Marx." Paper presented at*Capital in the East,* Kolkata, 30-31 January.

Hasan, M. (2018): "Karl Marx in Bangladesh." *Daily Star* (Dhaka), 6 May.

Islam, S., ed. (2017): *History of Bangladesh, 1704-1971*. 3 vols. Dhaka: Asiatic Society of Bangladesh.

Khaled, M. (n.d.) *Muzaffar Ahmad and The Communist Movement in Bengal*. Kolkata: Progressive Publishers.

Roy, M. N. (1964): *M.N. Roy's Memoirs*. Delhi: Ajanta Publications.